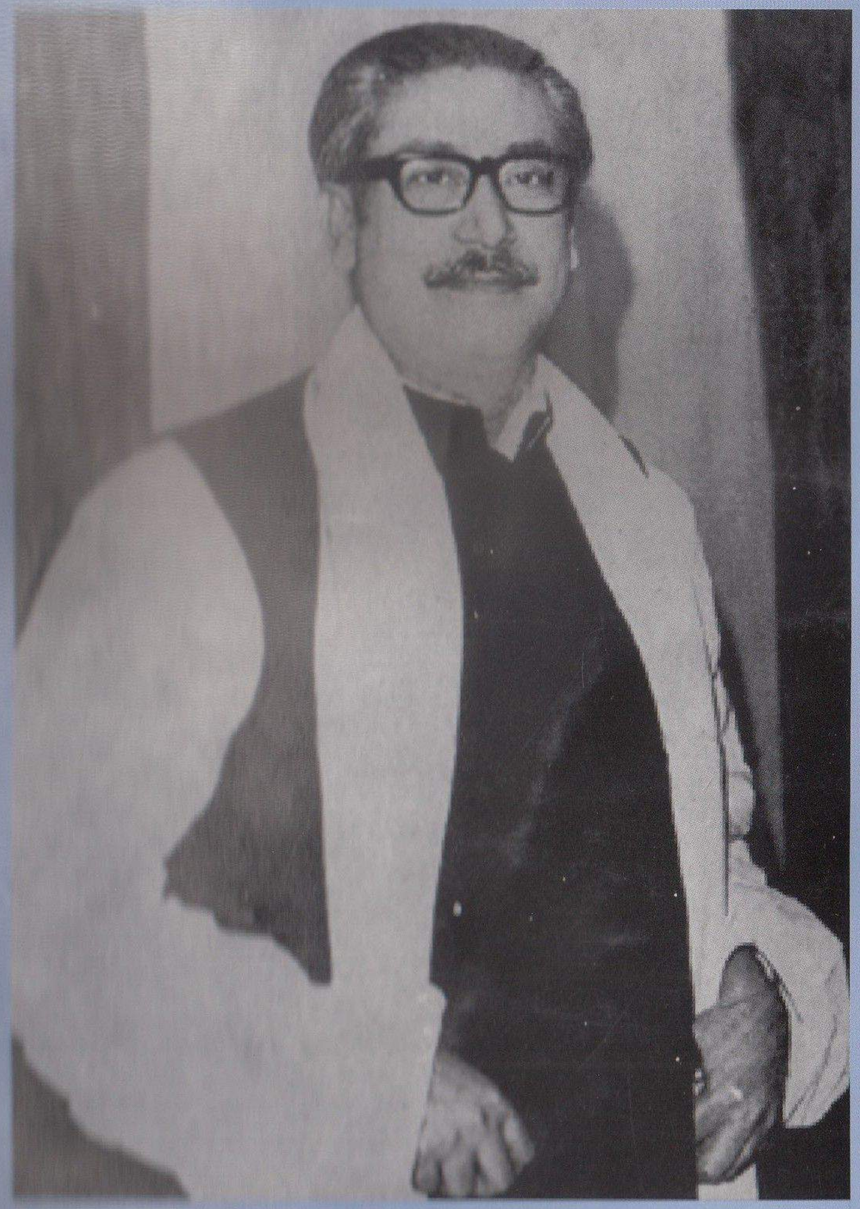
বাংলা আমার আমি বাংলার ■ সম্পাদনায় : শেখ হাসিনা ● বেবী মওদুদ ■ বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট

# বাংলা আমার আমি বাংলার



সম্পাদনায়
শেখ হাসিনা
বেবী মওদুদ

Northern University
NUB
Library
Bangladesh

# বাংলা আমার
# আমি বাংলার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
বক্তৃতা থেকে স্মরণীয় বাণী

সম্পাদনা
শেখ হাসিনা
বেবী মওদুদ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

NUB LIBRARY
ACCESSION NO 98768
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

# বাংলা আমার আমি বাংলার

■ প্রকাশনায়
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
বঙ্গবন্ধু ভবন, ৩২ নং সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম সংস্করণ | : | ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ |
| দ্বিতীয় সংস্করণ | : | ফেব্রুয়ারী, ২০০০ |
| তৃতীয় সংস্করণ | : | জুন, ২০০২ |
| চতুর্থ সংস্করণ | : | আগস্ট, ২০০৩ |
| পঞ্চম সংস্করণ | : | জুলাই, ২০০৯ |
| ষষ্ঠ সংস্করণ | : | ফেব্রুয়ারী, ২০১১ |
| সপ্তম সংস্করণ | : | ফেব্রুয়ারি, ২০১২ |
| অষ্টম সংস্করণ | : | মে, ২০১৭ |

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ■ হাশেম খান
ছবি ■ 'জাতির জনক' অ্যালবাম থেকে
কম্পিউটার গ্রাফিক্স ■ স্বপন চন্দ্র ভৌমিক
কম্পিউটার কম্পোজ ■ মনিরুন্নেসা নিনু
মুদ্রণ ■ অটো প্রিন্ট, ৩৯৪/৫ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬
মূল্য : ১০০ টাকা US $ 5

## ভূ মি কা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একমাত্র স্বপ্ন ছিল বাংলার মানুষকে ঘিরে। বড় গরীব এদেশের মানুষ। দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস পরনের এক টুকরো কাপড়ই জোটে না। ভেজা কাপড় গায়ে শুকাতে হয়। ঘর বলতে সত্যিকার যা বোঝায় তা এদেশের কয়টা মানুষের আছে! বর্ষার বৃষ্টি ভেজা রাত কাটাতে হয় জেগে জেগে। মাথা গোঁজার মতো এক টুকরো চালের ছাউনি এদের ভাগ্যে জোটে না। কত শিশু অপুষ্টিতে অকালে ঝরে যায়। অনাহারে মায়েদের কঙ্কালসার অবস্থা। শিশুরা বুকের দুধ পায় না। ক্ষুধায় শিশু কাঁদে মা অসহায়। রোগে ধুঁকে ধুঁকে মায়ের কোলে শিশু মারা যায়, এক ফোটা ওষুধ জোটে না। মৃত শিশুর মুখের দিকে অসহায় মা তাকিয়ে থাকে। ফরিয়াদ জানায় আল্লাহ্‌র কাছে। দোষ দেয় ভাগ্যকে। হ্যাঁ, তারা ভাগ্যকে দোষ দেয়, কপাল খারাপ বলে সব মেনেও নেয়। প্রতিবাদ করবে? কিন্তু কোথায়? কার কাছে? প্রতিবাদের ভাষা তাদের জানা নেই। কীভাবে তারা দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছে জানে না। তাদের ন্যায্য অধিকার, বাঁচার অধিকার কেড়ে নিয়ে আরো কেউ যে নিজের ভাগ্য গড়ছে তা তারা বোঝে না। চরম দারিদ্র্যই তাদের ভাগ্যের লেখা বলে মেনে নেয়। তারা অকালে একদিন ঝরে যায় পৃথিবী থেকে।

এই ভাষাহীন মানুষগুলোর কথা ভেবেছিলেন একজন। অসহায় মানুষের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার প্রিয় মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও মমত্বের জন্যই তিনি বলতে পেরেছেন, "আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, নৌকায় ঘুরেছি, সাইকেলে ঘুরেছি, পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি,

আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সমস্যার সাথে জড়িত আছি, আমি সব খবর রাখি।"

যে পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন তা মোটামুটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, লেখা-পড়া শেখার তাঁর কোন কষ্ট ছিল না। নিজের জীবনকে শিক্ষায়-দীক্ষায় গড়ে তুলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখাটাই ছিল স্বাভাবিক। আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা করাই ছিল তখনকার সমাজের চাহিদা, কিন্তু তিনি নিজের ভাগ্য গড়ার স্বপ্নে বিভোর হননি। তাঁর দৃষ্টি সমাজের উপর তলার দিকে প্রসারিত করেননি, বরং সমাজে অবহেলিত, নিচু স্তরে পড়ে থাকা নিঃস্ব মানুষগুলোর প্রতি এক অদ্ভুত ভালোবাসার দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন। তাঁর সহানুভূতিশীল মন পরম স্নেহ ভরে ঐ মানুষগুলোর কথাই ভাবতে শুরু করেছিল। স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থা থেকেই যেন তাঁর মন টানত দরিদ্র মানুষের জন্য। আর তাই পিতার গোলার ধান দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করেননি। নিজের স্কুলের বই, ছাতা, কাপড় বিলিয়ে দিতেন আনায়াসে। নিজের খাবার ভাগ করে খেতেন বন্ধুদের সঙ্গে। ধীরে ধীরে যত বড় হয়েছেন ততই প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। আর ভাগ্যহারা মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। এক মুহূর্তের জন্যও এই চিন্তা-চেতনা থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারেনি। ক্ষমতার প্রলোভন, অর্থ সম্পদ আহরণ কোন কিছুই এই অধিকারহারা মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথ থেকে তাঁকে সরাতে পারেনি। ঘর-সংসার, পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা পরিবারের বন্ধনও তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি বলেছেন, "আমার আত্মীয়-স্বজনদের চাইতেও আমার ভালোবাসা আমার দেশের জন্য। আমার যা কিছু দুঃখ ভোগ, সে তো আমার দেশেরই জন্য।"

কত অত্যাচার-নিপীড়ন তিনি সহ্য করেছেন। জীবনের সব সুন্দর সময়, যৌবনের সম্ভাবনাময় সোনালী সময় তিনি কাটিয়েছেন কারান্তরালে। কিন্তু আদর্শ থেকে তাঁকে কোন দুঃশাসনের রক্তচক্ষু এক বিন্দুও টলাতে পারেনি। আর তাই তাঁর প্রতিটি ভাষণ, প্রতিটি বক্তৃতার কথায় ও আলোচনায় আমরা একই আদর্শের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুঃখী মানুষের ভাগ্য গড়ার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন। তাঁর জীবনে একটাই স্বপ্ন ছিল, বাংলার মানুষের জীবনে একটু আশার আলো জ্বালাবেন। একটু সুন্দর জীবন দান করবেন। তাঁর প্রিয় বাংলার মানুষের জন্য উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা আনবেন। বাংলার মানুষ কেন গরীব থাকবে? বাংলার মানুষ কেন সুন্দর জীবন পাবে না? কেন তারা রোগে ধুঁকে ধুঁকে মরবে? অশিক্ষার অন্ধকার তাদের জীবনকে কেন ঘিরে রাখবে? রোদ বৃষ্টি ঝড় কেন এই অসহায় মানুষের মাথার উপর দিয়ে যাবে। মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই কেন তারা পাবে না? দিন-রাত এই চিন্তা ছিল তাঁর। এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য মানুষের মাঝে চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন। সেই চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করেই তিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন বাঙালী জাতিকে। স্বাধীনতার মূল চেতনাই হল শোষণমুক্ত সমাজ গড়া। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বাঙালী জাতি মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে যে চেতনার উন্মেষ ঘটে সেই চেতনাই মুক্তিযুদ্ধে হাজার হাজার তরুণকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে মাত্র নয় মাসের মধ্যে দেশকে শত্রুমুক্ত করে বাংলার মানুষ।

ব্রিটিশ শাসনকালে মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূখণ্ড অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে তিনি সোচ্চার ছিলেন। সক্রিয়ভাবে মুসলিম লীগের একজন ছাত্র কর্মী হিসাবে কাজ করেন, নেতৃত্ব দেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালীর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয় তা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। ষড়যন্ত্রের গভীরতা তিনি উপলব্ধি করেন। তাই তাঁর ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন :

"এই উপমহাদেশে স্বাধীনতার আগে থেকে বাঙালীর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শুরু তার সমাপ্তি এখনও ঘটেনি।"

"বাঙালী জাতিকে মুছে ফেলার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে।"

বাংলা ভাষায় কথা বলা যাবে না। অন্য কোন বিজাতীয় ভাষায় কথা বলতে হবে অর্থাৎ উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তার প্রতিবাদে বাঙালী সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল বাঙালী রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি এই অসহায় জাতিকে, "আমি বাঙালী। বাংলা আমার ভাষা। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা, বাংলার ইতিহাস, বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার আবহাওয়া, তাই নিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ।"

কত সহজ সুন্দর কথায় তিনি একটা জাতিকে আত্মপরিচয়ের ধারণা দিয়েছেন, যা নিতান্ত একটা সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে। নিরক্ষর মানুষকেও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সহজ সরল স্পষ্ট কথায় কত গভীর চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করেছেন।' যা তাঁকে এদেশের সহজ সরল সাধারণ মানুষের কাছের মানুষ হিসেবে, একান্ত আপনজন হিসেবে বিশ্বাসী ও আস্থাশীল করে তোলে।

"আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।"

সাধারণ মানুষের মনের কথাগুলোই তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে। বার বার বঞ্চনার হাত থেকে বাংলার মানুষেকে মুক্তির সংগ্রামে প্রস্তুত করেছেন তিনি। মুক্তিকামী বাঙালীকে শুধু স্বাধীনতা মন্ত্রেই দীক্ষিত করেন নি, গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ ও তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ১৯৭১ সালের ভাষণে আমরা পেয়েছি।

"ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।"

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, দেশ স্বাধীন করেছিল। স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার জন্য তিনি জনতাকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ২৩ বছরে বহু মানুষ আত্মাহুতি দেয়। মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ মানুষ শহীদ হয়, দুই লাখ মা-বোন ইজ্জত দেয়। এত ত্যাগ যেন ব্যর্থ না হয় সে বাণীও তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল,

"দেশের স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত ও মা-বোনের ইজ্জত বিশ্বের অন্য কোন দেশে দিতে হইয়াছে কিনা আমার জানা নাই।"

"যে শহীদেরা আমাদের হাতে দেশের স্বাধীনতা দিয়ে গেছে তাদের মৃত্যু নেই। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পাবে, মর্যাদাপূর্ণ জীবন পাবে, তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি খুঁজে পাবে।"

তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় দেশকে গড়ে তোলা ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আমরা দেখতে পাই। বাংলার মানুষের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনার যে স্বপ্ন জাতির জনক দেখেছিলেন এবং জাতি গঠনের যে দিক-নির্দেশনা তিনি দিয়েছিলেন বিভিন্ন বক্তৃতায়, তাঁরই কিছু কিছু স্মরণীয় উদ্ধৃতি আমরা সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে প্রকাশ করার প্রয়াস নিয়েছি। যদিও সমুদ্র মন্থন করে খুব সামান্য কিছু মুক্তা আহরণ করতে পেরেছি। এই কাজ করতে গিয়ে আমরা যেন নতুন করে নিজের জাতিসত্তাকে আবিষ্কার করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি শুধু স্বাধীনতা অর্জন কিংবা বাঙালী জাতিকেই প্রতিষ্ঠিত করেননি, আগামী বিশ্বকে কীভাবে তিনি দেখতে চান তাও বলে গেছেন। সেই পঁচিশ বছর আগে যে কথা তিনি বলেছিলেন আজকের বিশ্ব নেতারা ঠিক সে কথারই যেন প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি যা অনুভব করেছিলেন, সিকি শতাব্দী পরে আজকের বিশ্বে সেই অনুভূতিরই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। সংঘাতের পথ নয় শান্তির পথ, ধ্বংস নয় সৃষ্টি, অস্ত্র প্রতিযোগিতা নয় অস্ত্র তৈরীর অর্থ দিয়ে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে ব্যয় করার যে কথা তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরেছিলেন আজ বিশ্বের অনেক দেশ, বিশ্ব নেতৃত্বও সেই উপলব্ধি নিয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব কল্যাণের পক্ষে অগ্রসর হতে যাচ্ছে।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানব কল্যাণ বিশেষ করে একটি জাতিকে উন্নত জীবন দানে জাতির পিতার যে অবদান, কিছু কিছু বক্তব্য যা তিনি বিভিন্ন সময় রেখেছেন তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করলাম। ভবিষ্যতে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবার আশা রাখি।

আমাদের প্রত্যাশা আগামী প্রজন্মের কাছে– যারা রাজনীতি করবে, রাজনীতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী জাতির জনকের বিরাট রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রাম তাদের অনুপ্রাণিত করবে। কী এক আকর্ষণীয় শক্তি তাঁর কথায়, তাঁর বক্তৃতা উপস্থাপনায়! নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'নিউজ উইক' পত্রিকা তাঁকে 'রাজনীতির কবি' (POET OF POLITICS) হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল।

রাজনীতি যত জটিল বিষয়ই হোক না কেন, সে রাজনীতি যদি জনগণের স্বার্থে নিবেদিত হয়, দেশ ও জাতির কল্যাণে উৎসর্গীত হয়, তাহলে সে রাজনীতির নেতার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠে মানুষের প্রাণের বাণী। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠের মোহনীয় শক্তি কী আশ্চর্যজনকভাবে বাংলার মানুষকে এমন উদ্বেলিত করেছিল যে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্দোলিত হয়েছে। এ এক অভাবনীয় শক্তি। বাংলার মানুষকে তিনি যেন জীবন জাগানিয়া শব্দে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ যুগ যুগ ধরে বাংলার মানুষকে উজ্জীবিত করবে। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠনিঃসৃত বাণী আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের সমগ্র জীবনের পথনির্দেশিকা হয়ে থাকবে।

শেখ হাসিনা
বেবী মওদুদ

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮

যতোকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততোকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।

**অন্নদা শঙ্কর রায়**

"ওরা পূর্ববাংলার নামের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবী জানিয়েছি যে; আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে নাম পরিবর্তনকে মেনে নিবে কিনা।"

"মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলে আমি মনে করি না।"

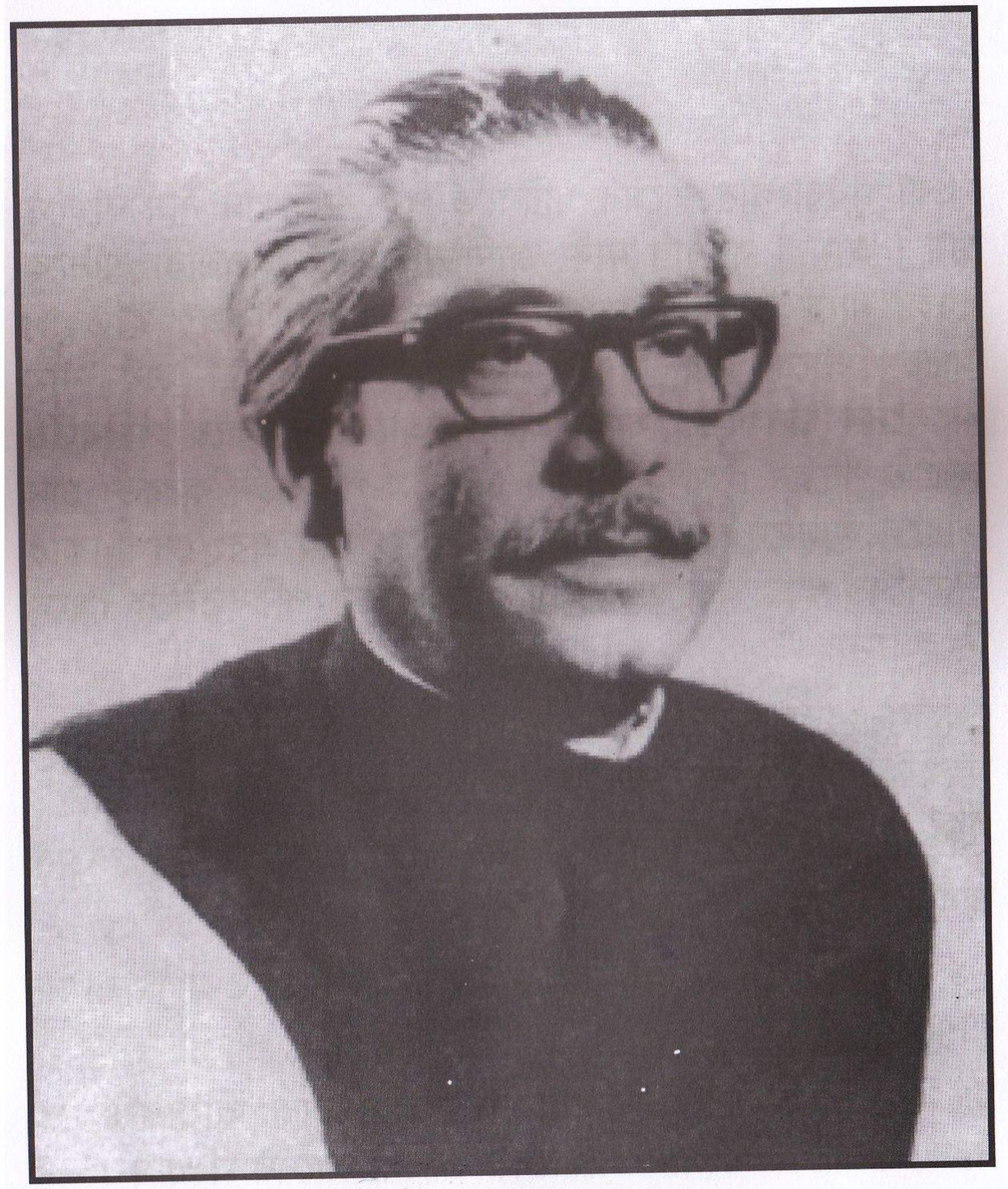
"রক্তচক্ষুর সামনে সত্যকে বর্জন করিনি, রক্তচক্ষু দিয়েই তার জবাব দিয়েছি।"

"৬ দফা বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ।"

"৬ দফা বাঙালির আত্মমর্যাদায় সম্মানজনক আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি, ৬ দফার সংগ্রাম আমাদের জীবন-মরণের সংগ্রাম।"

"৬ দফা শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার।"

"৬ দফা মুসলিম-হিন্দু-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালী জাতির স্বকীয় মাহিমার আত্মপ্রকাশ আর নির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি।"





"ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই, তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে। কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন অনিচ্ছুক মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ছিনিয়ে আনার শক্তি আমার চাই-ই চাই। সে শক্তি জোগাতে পারেন কেবল জনগণ।"

"বাংলার সকল অধিবাসী সে সংখ্যাগুরুই হউক বা সংখ্যালঘুই হউক সকলকেই আজ দেশাত্মবোধ নিয়ে জেগে উঠতে হবে, মরণপণ করে বাংলার মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য এগিয়ে ডাক দিয়ে কেবল বলে যেতে চাই : জাগো, বাঙালী জাগো।"

"এক সময় এদেশ থেকে, এদেশের মানচিত্র থেকে বাংলা কথাটার সর্বশেষ চিহ্নও চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও নামটির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নাম পূর্ব পকিস্তানের বদলে 'বাংলাদেশ' হবে।"

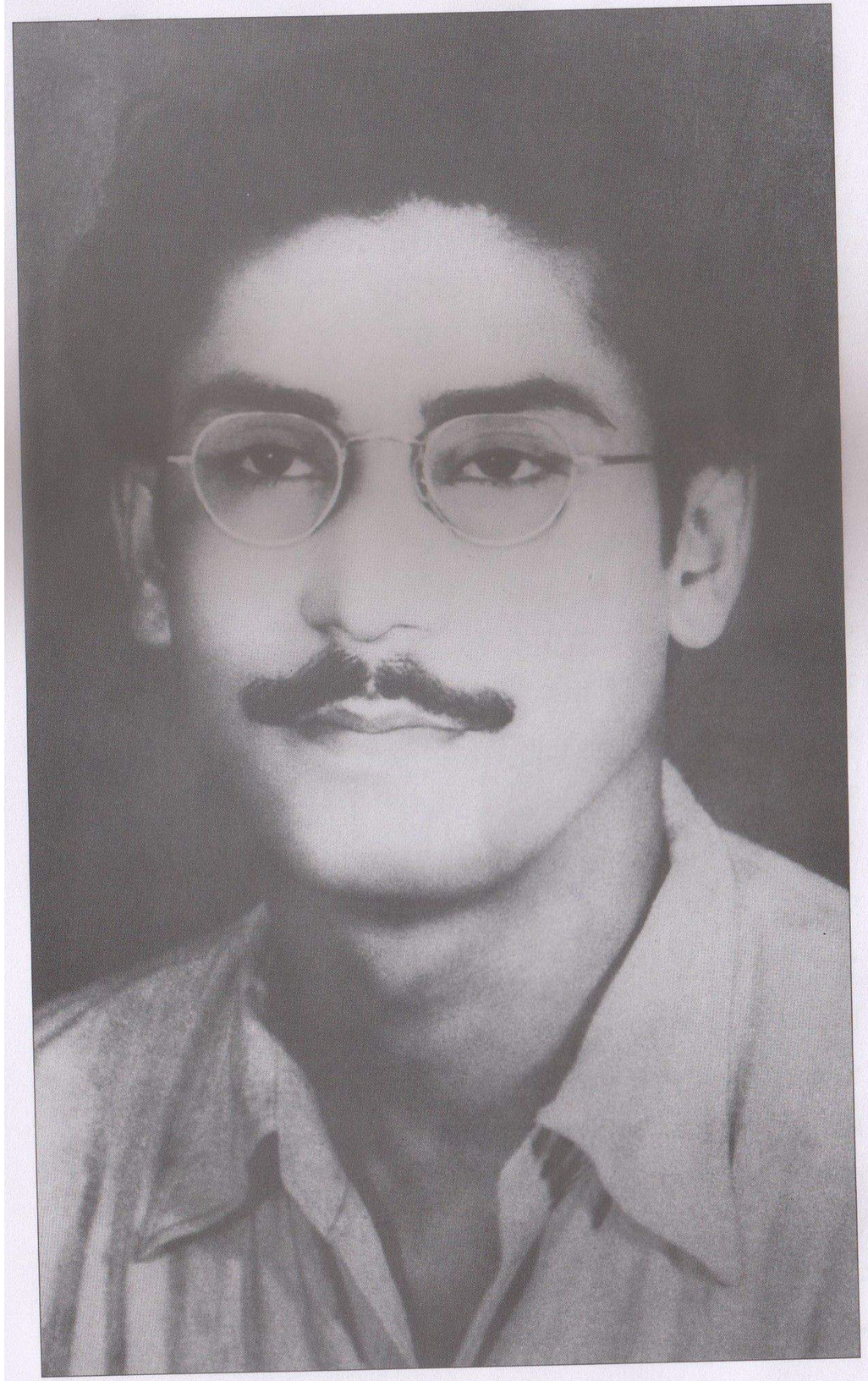
"আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।"

"আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।"

"আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমি এদেশের মানুষের অধিকার চাই।"

"তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তা-ঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।"

"সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।"







"আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।"

"রক্ত যখন দিতে শিখেছি রক্ত আরও দেব– এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।"

"প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক।"

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

"স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মতো এত উচ্চ মূল্য, এত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোন দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয় নাই।"

" একজন বাঙালীও প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না।"

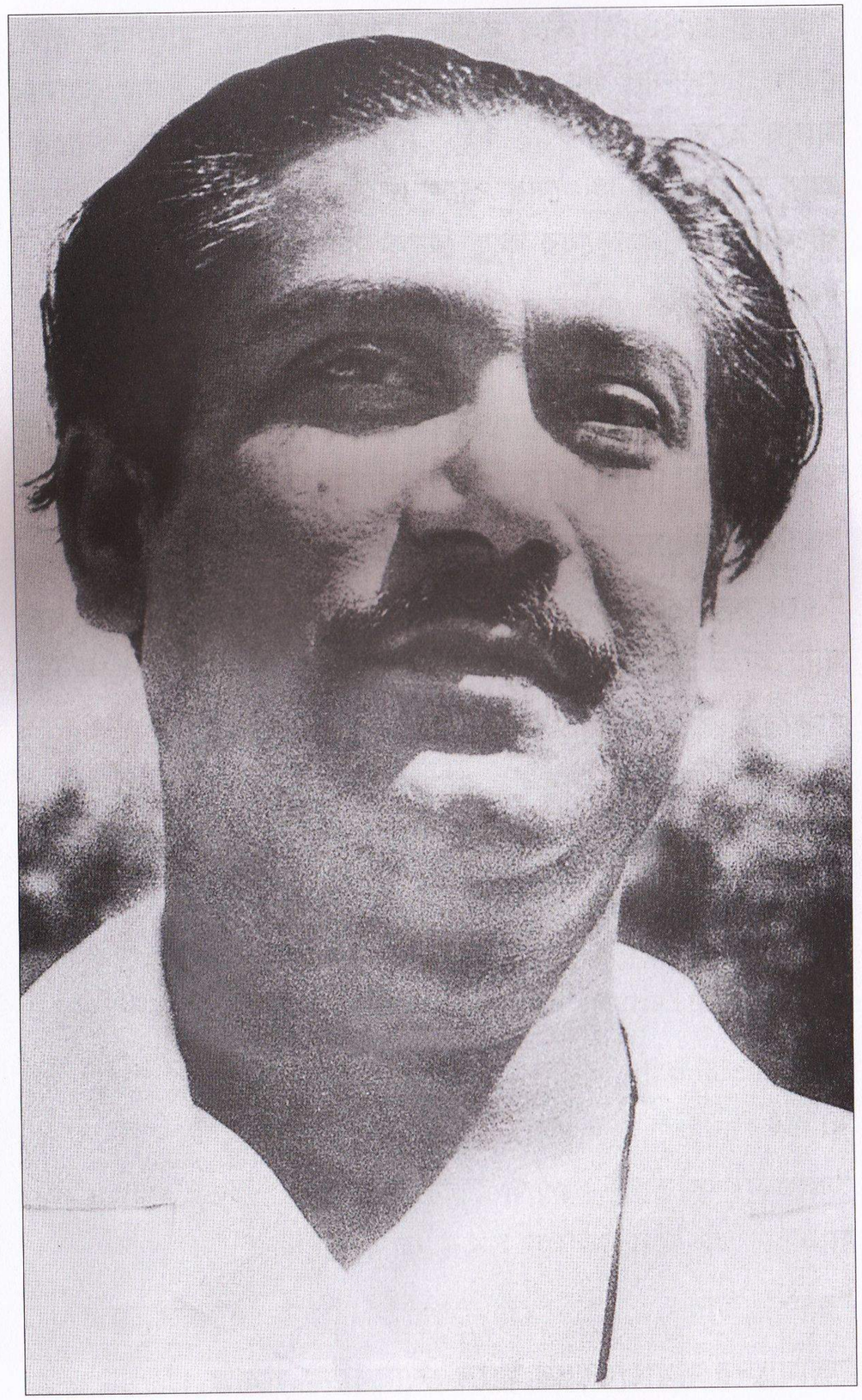
"পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বে-ইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না।"

"আসুন আমরা চিরকালের জন্য প্রতিবেশীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের নীতি পরিহার করি। আমাদের জাতীয় সম্পদের অপচয় বন্ধ করে এই অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করি।"

" যে সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের মাটির সম্পর্ক নেই, যে সাহিত্য দেশের অবহেলিত লাঞ্ছিত মানুষের কথা বলে না, সে সংস্কৃতি ও সাহিত্য চিরস্থায়ী হতে পারে না।"

"বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত, শোষক ও শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে।"





"আমরা আওয়ামী লীগ কর্মীরা, যখন বাংলার মানুষকে বলি, তোমরা সোনার মানুষ হও–তখন তোমাদেরই প্রথম সোনার মানুষ হতে হবে। তাহলেই সোনার বাংলা গড়তে পারবে। আর যারা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছে, তারা বাংলার দুঃখী মানুষের কাছ থেকে সরে যেও না।"

"ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালী, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।"

"দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি, আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গ ির ভিতর জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি।"

"আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই।"

"এদেশের ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্য প্রণয়নের দায়িত্ব বাংলার মাটি হতে অঙ্কুরিত আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে।"

"'কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব' এই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী।"

"ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ জনসাধারণ কী করে কীভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে তারই উপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের সাফল্য, তার কার্যকারিতা।"

"শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিহীন নৌকার মতো।"

"আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে।"

"জাতীয়তাবাদ না হলে কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না।"

"আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ।"





*তরুণ নেতা শেখ মুজিব– ১৯৫০ সাল*

"ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।"

"ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।"

"সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই।"

"ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ গঠন করতে পারে, তাহলে আমার জীবন সার্থক, শহীদদের রক্ত দান সার্থক।"

"আমি জীবনে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হবার জন্য রাজনীতি করিনি।"

"একদিকে ছিল আমার প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন আর একদিকে ছিল আমার ফাঁসির ঘর। আমি বাংলার জনগণকে মাথা নত করতে দিতে পারি না বলেই ফাঁসির কাষ্ঠ বেছে নিয়েছিলাম।"

"শুনেছি নমরুদের নাম, শুনেছি ফেরাউনের নাম, শুনেছি হিটলারের নাম, শুনেছি চেঙ্গিস খাঁর নাম। কিন্তু সব খানদের পরাজিত করেছে ইয়াহিয়া খাঁর বাহিনী। তারা এসেছিল ইসলামের নামে, তারা এসেছিল মুসলমানের নামে।"

"যারা আমার মা-বোনের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, যারা আমার দুধের বাচ্চাকে গুলি করে হত্যা করেছে, যারা আমার গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, যারা আমার সেপাই-পুলিশকে হত্যা করেছে– এই বাংলার মাটিতে ওদের বিচার হবে যদি শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকে।"

"এত রক্ত কোন দেশে কোনদিন কোন জাতি দেয়নি যা আজ আমার বাংলার মানুষকে দিতে হয়েছে।"



"বাংলার মাটিতে সামপ্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান বাংলাদেশে যারা বসবাস করেন, তারা সকলেই এদেশের নাগরিক। সকল ক্ষেত্রে তারা সমঅধিকার ভোগ করবেন।"

"আপনি আপনার কর্তব্য দেশের ও জনগণের প্রতি কতটা পালন করেছেন, সেটাই বড় কথা।"

"এই বাংলায় সম্পদের কোন অভাব নেই। কিন্তু তার সদ্ব্যবহারের জন্য সময় প্রয়োজন।"

"আমরা যদি বাংলার সম্পদ বাংলার মাটিতে রাখতে পারি, সমাজতান্ত্রিক বিলিবণ্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারি এবং সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে কলে কারখানায়, ক্ষেত খামারে উৎপাদন বাড়াতে পারি, তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের ভাবি বংশধরদের শোষণমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধশালী এক ভবিষ্যৎ আমরা উপহার দিতে পারবো।"

"ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য যারা কেড়ে নেয় তারা মানুষ নয়, মানুষরূপী পশু। আপনারা আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন, আমি এই পশুদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে চাই।"

"জনগণের দুর্দশাকে মূলধন করে যারা মুনাফা লোটে, সেই ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, মজুতদার ও চোরা-ব্যবসায়ীদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে।"

"আমরা চাই একটা শোষণহীন সমাজ। আমরা চাই ইনসাফের রাজত্ব।"

"আমরা চাই মানুষ সুখী হোক, গরীব-দুঃখী, বড় ছোট সবাই পেট ভরে ভাত খাবে। তাহলেই তো আমাদের স্বাধীনতা সার্থক হবে। যারা আত্মত্যাগ করেছে, রক্ত দিয়েছে, তাদের আত্মা শান্তি পাবে।"

"যারা দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, থানা আক্রমণ করে, অস্ত্র নিয়ে আপনাদের মোকাবিলা করে, বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের উৎখাত করুন।"

"স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমনি কষ্টকর।"

"যথার্থ নেতৃত্ব আসে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কেউ আকস্মিকভাবে একদিনে নেতা হতে পারে না। তাকে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আসতে হবে। তাকে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।"

"নেতার আদর্শ থাকতে হবে, নীতি থাকতে হবে। এইসব গুণ যার থাকে, সেই মাত্র নেতা হতে পারে।"

"আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে দিনটিই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।"

"বাংলাদেশের সংগ্রাম ন্যায় ও শান্তির জন্য সার্বজনীন সংগ্রামর প্রতীক স্বরূপ। সুতরাং, বাংলাদেশ শুরু থেকে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পাশে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।"

"অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক সংকট দূর করার পরিবেশই শুধু গড়ে উঠবে না এ প্রতিযোগিতার যে বিপুল সম্পদ অপচয় হচ্ছে– তা মানবজাতির সাধারণ কল্যাণে নিয়োগ করা সম্ভব হবে।"

"করাপশন আমার বাংলার কৃষক করে না, করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ।"

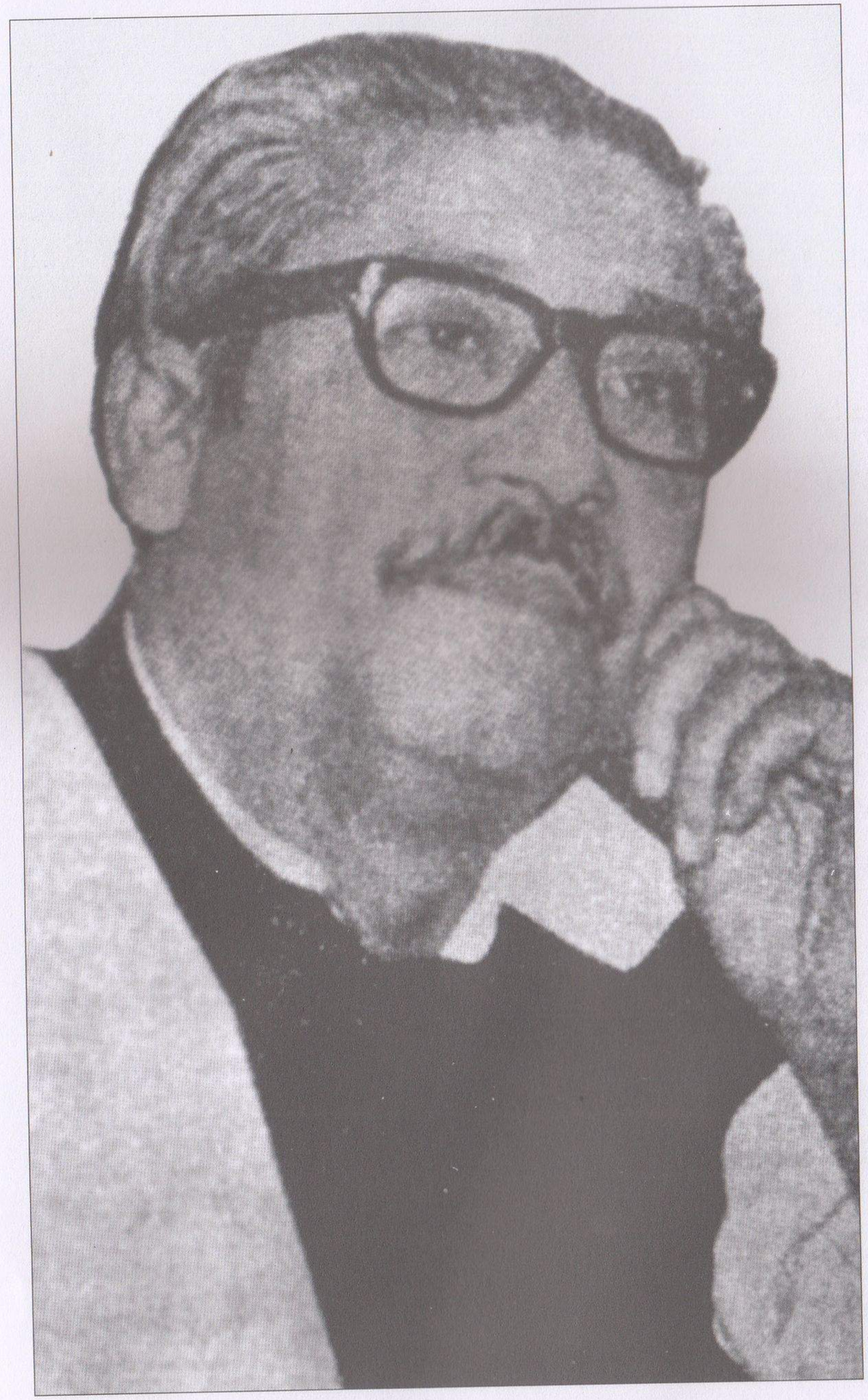
"আসুন, আমরা দেশের মানুষের দুঃখ দূর করি, তা না করতে পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্কলেপন করবে।"















"ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত নাই।"

"একটা জাতি যখন ভিক্ষুক হয়, মানুষের কাছে হাত পাতে, আমারে খাবার দাও, আমারে টাকা দাও, সেই জাতির ইজ্জত থাকতে পারে না। আমি ভিক্ষুক জাতির নেতা হতে চাই না।"

"তোমরা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ কর। ওই সম্পদ দুনিয়ার দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যয় কর। তাহলে দুনিয়ায় শান্তি আসবে।"

"যাদের পেটে ভাত নেই, তাদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে আমি আপনাদের পুষতে পারব না। উৎপাদন বাড়লে আপনাদেরও এদের সঙ্গে উন্নতি হবে।"

"বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে।"

"আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালীও বেঁচে থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোন শক্তি নেই।"

"আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।"

"আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। স্বাধীনতার অর্থ সম্মান নিয়ে ইজ্জত নিয়ে বাস করা।"

"যে শহীদেরা আমাদের হাতে দেশের স্বাধীনতা তুলে দিয়ে গেছে তাদের মৃত্যু নেই। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পাবে, পাবে

মর্যাদাপূর্ণ জীবন তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি খুঁজে পাবে।"

"ঋণ করা সম্পদের ওপর নির্ভর করে কোন জাতি কোন দিন আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না, বড় হতে পারে না।"

"আমি দুনিয়ার কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছি, আমি সাহায্য চাই; কিন্তু স্বাধীনতা বিক্রি করে সাহায্য চাই না।"

"শুধু সামরিক বাহিনীতে দেশ রক্ষা হয় না। দেশ রক্ষা হয় জনগণকে দিয়ে।"

"এ কথা আজ নিশ্চিত যে, গণতন্ত্রই এদেশে ভবিষ্যতে কাজ করবে।"

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়েছি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে নিয়ে। তাই সমাজ-বিরোধী ও বিশৃংখলকারীদের তৎপরতা বন্ধের জন্য আমি জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"

"সশস্ত্র বাহিনীর ভাইয়েরা আপনারা জনগণের– জনগণ আপনাদের, আপনারা কোন আলাদা জাত নন। আপনারা সবাই এদেশের সন্তান, তাই দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে শরীক হয়ে বিধ্বস্ত বাংলাকে পুনর্গঠনের জন্য তাদের পাশে আপনাদের দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ আপনাদের সহায়।"

"আমাদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি কারো উপর হামলার জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্যই। আমরা অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নই। অনুরূপভাবে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপর কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না।"

"যে জাতি আইন-শৃংখলার সাথে চলতে পারে না, সে জাতি কোন দিন বড় হতে পারে না।"



"শুধু পতাকা তুললেই স্বাধীনতা হয় না। জনগণের মালামালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানও স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

"কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমেই দেশ খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও যাতে পড়ে না থাকে এবং জমির ফলন যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য দেশের কৃষক সমাজকেই সচেষ্ট হতে হবে।"

"রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে।"

"আমার দেশের মানুষ দুঃখী, না খেয়ে কষ্ট পায়। গায়ে কাপড় নাই। শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাতে একটা হারিকেনও জ্বালাতে পারে না।"

"আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র।"

"স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মত এত উচ্চ মূল্য, এত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোন দেশেরে মানুষকে ভোগ করতে হয় নাই।"

"আপনারা সবাই মিলেমিশে কাজ করুন। তাহলেই দেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আসবে।"

"বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদী রাখা হবে না। নিরলস কাজ করে দেশে কৃষি বিপ্লব সাধন করুন।"

"বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে।"

"একজনকে ডাক্তারী পাস করাতে বাংলার দুঃখী মানুষ না হলেও এক লাখ টাকা ব্যয় করে। একজন ইঞ্জিনিয়ার করতে না হলেও এক লাখ টাকা খরচ পড়ে। একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ

তৈরি করতেও এক লাখ টাকা খরচ হয়। এ দেশের একজন দুঃখী মানুষ, যাদের পেটে খাবার নাই, তাদের শ্রমের অর্থেই এদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। আজ সময় এসেছে; আমাদের বিবেচনা করতে হবে বিনিময়ে তাদের কী দিয়েছি, কতটুকু বা ফেরত দিয়েছি।"

"নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে– পূর্ণ হবে না।"

"ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই বাংলাদেশ টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই।"

"বাংলাদেশের সংগ্রাম ন্যায় ও শান্তির জন্য সার্বজনীন সংগ্রামের প্রতীক। সুতরাং, বাংলাদেশ শুরু থেকেই এবং সর্বকালে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়াবে– এটাই স্বাভাবিক।"

"বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।"

"অনাহার, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও বুভুক্ষার তাড়নায় জর্জরিত পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার শংকায় শিহরিত বিভীষিকাময় জগতের দিকে আমরা এগুবো না, আমরা তাকাব এমন এক পৃথিবীর দিকে যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম।"



"বাংলাদেশে ধনীদের আরও ধনী হতে গরীবদের আরও গরীব হতে দেয়া যাবে না।"

"সাম্রাজ্যবাদের দালাল দখলদার পাকিস্তানীরা বর্বর সেনাবাহিনী দিয়ে বাংলাদেশের জণগণকে যে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল শুধু তাই নয়, তারা বাংলাদেশের জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতিকেও ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল।"

"প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে সত্যিকার কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

"এ বাংলার মাটি পলি দিয়ে গড়া, বড়ো নরম মাটি। বর্ষায় এ মাটি নরম হয়ে যায়। কিন্তু চৈত্রের কাঠ ফাঁটা রৌদ্রে এই মাটিই এমন কঠিন শিলায় পরিণত হয় যে, তখন তা দিয়ে যে কোন ষড়যন্ত্র আর যে কোন ষড়যন্ত্রকারীর মাথা ভাঙ্গা যায়। আমার দেশের মানুষও ঠিক এই মাটিরই মতো। তারা শান্ত। তারা শান্তি প্রিয়। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে তারাই আবার ইস্পাত দৃঢ় কঠিন।"

"পাক-দখলদার বাহিনীর আমলে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম এক একটি জালিয়ান ওয়ালাবাগে রূপান্তরিত হয়েছিল।"

"এখন থেকে অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করে নিজেদের জনগণের খাদেম বলে বিবেচনা করতে হবে।"

"আমরা একটা আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেছি। আমার সরকারের নীতিই হচ্ছে স্বাধীনতার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।"

"আজ আমাদের সামরিক বাহিনী সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো শুধু সামরিক বাহিনীতে দেশ রক্ষা হয় না। দেশ রক্ষা হয় জনগণকে দিয়ে।"

"গরীব হবে এই রাষ্ট্র এই সম্পদের মালিক।"

"এই রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ থাকবে না।"

"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।' কিন্তু আজ আর কবিগুরুর সে কথা খাটে না। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে বাঙালী বীরের জাতি। তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে।"

"পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে মাথা নিচু করব না।"

"আমি সাহায্য চাই, আমি আমার দেশকে বাঁচাতে চাই। আমার জনগণকে বাঁচানোর জন্য দুনিয়ার মানুষের কাছে আমি আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, নাকে খত দিয়ে কারো কাছ থেকে আমরা সাহায্য নেব না। ভিক্ষা করতে যাব না মাথা নত করে। আমি সাহায্য চাই; কিন্তু স্বাধীনতা বিক্রি করে সাহায্য চাই না।"

"ইয়াহিয়া খানের কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।"

"আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।"

"ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, আপনারা কত অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, গেরিলা হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, রক্ত দিয়েছেন দেশ মাতার মুক্তির জন্য। আমাদের এ রক্ত দান বৃথা যাবে না।"



"এ সরকার জনগণের সরকার। এ সরকার বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সরকার।"

"আমরা ভিক্ষা ভা নিয়ে বেরোবো না, স্বাধীনতার বিনিময়ে কোন সাহায্যও আমরা নেবো না।"

"অর্থ আত্মসাৎ ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী সরকারী কর্মচারীরা আইনের হাত থেকে রেহাই পাবে না। এ ধরনের কোন কর্মচারীদের অবশ্যই কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

"যার খাবার নেই, নিজে একবেলা খেয়ে তাকে খাবার দেবেন। এটাই হলো মনুষত্ব, এটা মানবতা।"

"আজ আমাদের অস্ত্রের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। এবার স্বাধীনতার সংগ্রামকে দেশ গড়ার সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে হবে। মুক্তির সংগ্রামের চেয়ে দেশ গড়ার সংগ্রাম কঠিন। তাই দেশ গড়ার কাজে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।"

"যে কাজ করে তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে। যে কাজ করে না, তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না।"

"কেউ যদি মনে করেন, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, তাহলে আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে শক্তির উৎস জনগণ।"

"দেশের উন্নয়নের কাজ হইতে মহিলাদের দূরে সরাইয়া রাখিলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কোন দিন হবে না।"

"মহিলা উন্নয়নে যে চারাগাছটি মহান সংসদের মাধ্যমে রোপণ করা হইয়াছে একদিন তাহা বিরাট মহীরুহে পরিণত হইবে।"

"আমাদের সমাজ ও ধর্মে মহিলা ও পুরুষের সহযোগীতা বন্ধন বহু পুরাতন। এই বন্ধনই উন্নয়নের মূল শক্তি।"

"বাংলাদেশ সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমাধিকার নিশ্চিত করা হইয়াছে। মহিলারা উন্নয়ন কাজে আগাইয়া না আসিলে তাহাদের অধিকার আদায় হইবে কীভাবে?"

"ঘরে আমরা মা-বোন, ভাই এক সঙ্গে যেভাবে সংসার উন্নয়নের জন্য কাজ করি সমাজ উন্নয়নও ঠিক তাই। সমাজেও নারী পুরুষের অংশগ্রহণ সমাজ উন্নয়নের পূর্বশর্ত।"

"অধিকার কেউ কাউকে সহজে দেয় না। অধিকার আদায় করে নিতে হয়। বাংলার মহিলাদেরকেও তাহাই করিতে হইবে।"

"সেই দিন বেশি দূরে নয় যেদিন মহিলারাও পুরুষের পাশাপাশি সমানতালে দেশের কাজে অংশ নিবে।"

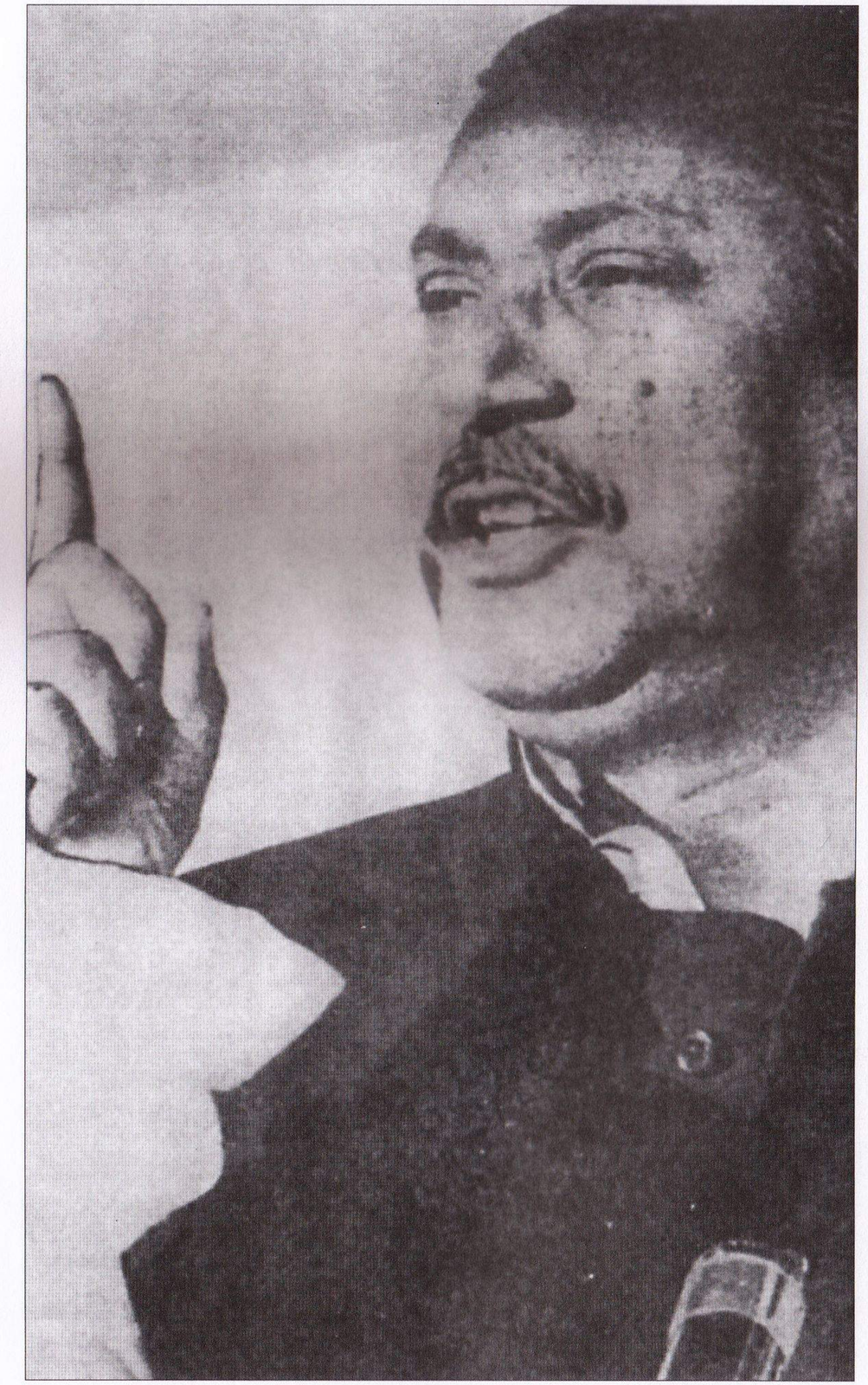
"বাংলার মুক্তির সংগ্রামে মহিলাদের অবদানও কম নয়। মনে রাখবেন তিন লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হইয়াছে।"

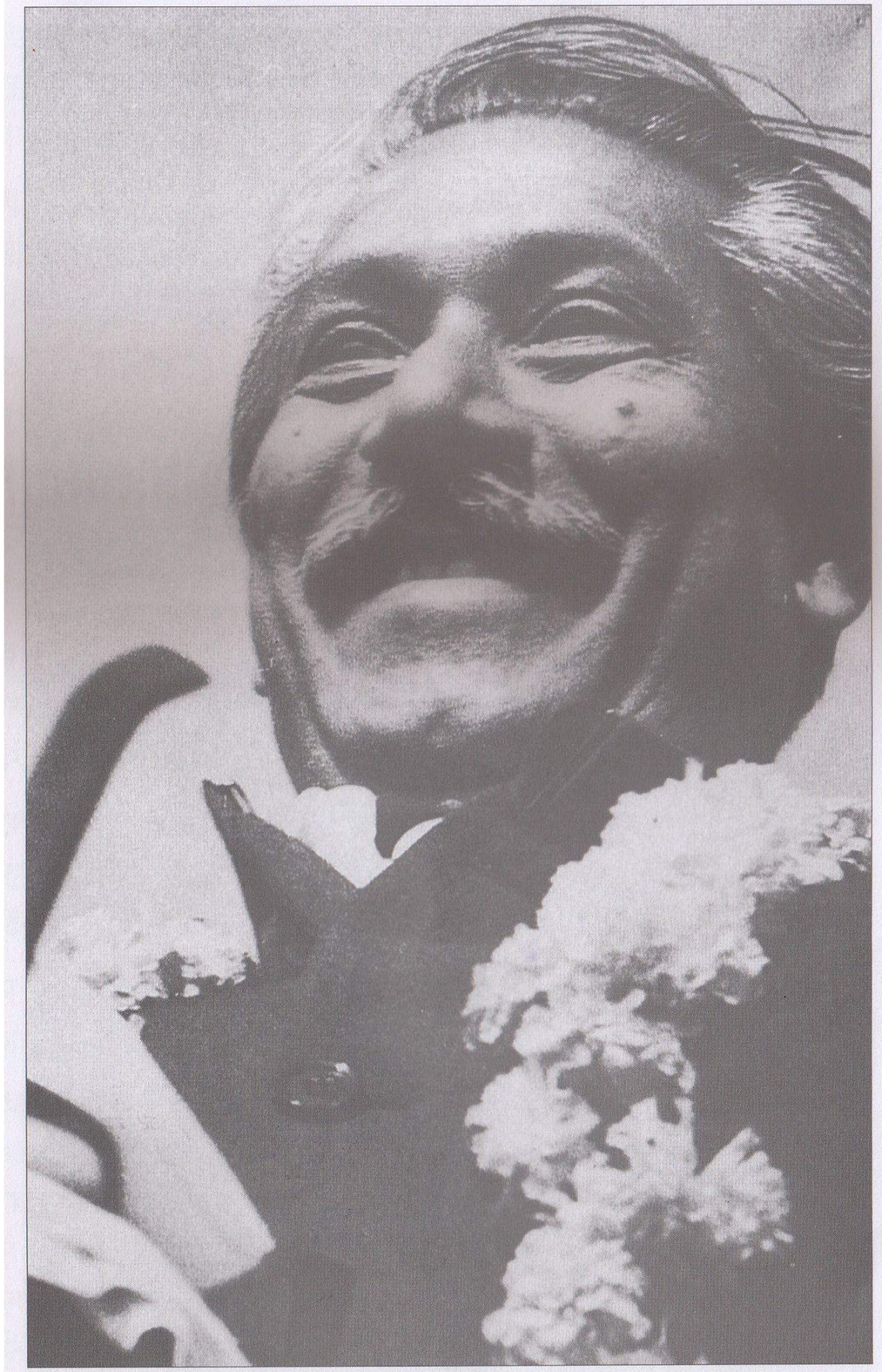
"দেশের স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত ও মা-বোনের ইজ্জত বিশ্বের অন্য কোন দেশের দিতে হইয়াছে কিনা আমার জানা নাই।"

"মানবাধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের নর-নারীর সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার।"

"আজ আমি যখন আমার সোনার বাংলার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই– বিধ্বস্ত ধূসর পা ুর জমি, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী আর হতাশাগ্রস্ত পুরুষ। আমি শুনতে পাই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ফরিয়াদ। আমাদের স্বাধীনতা যদি এদেরকে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে এদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারে, লাখ লাখ ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে



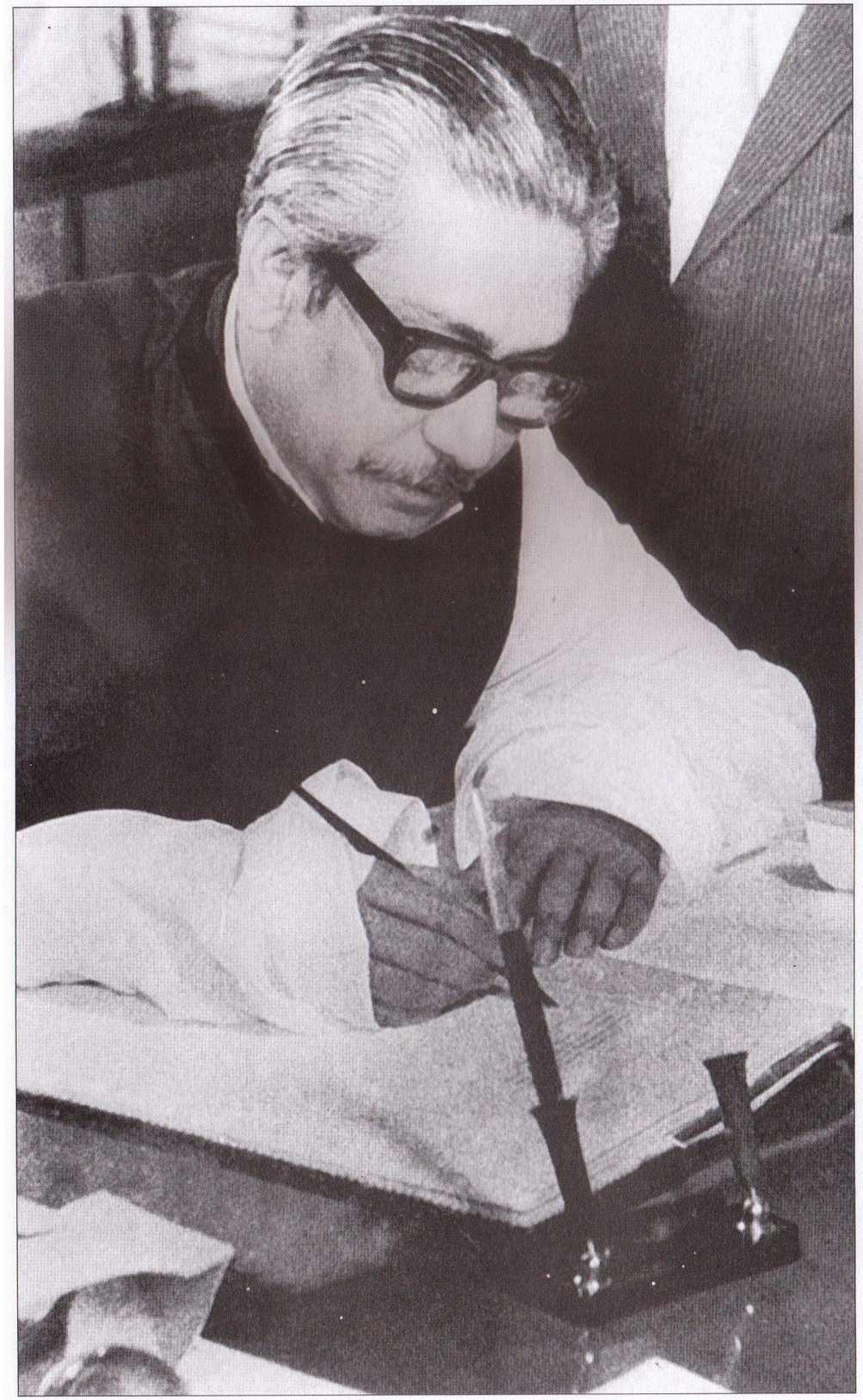




*১০ জানুয়ারি ১৯৭২, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসার পর*









তুলে দিতে না পারে এক মুষ্টি অন্ন, মুছে দিতে না পারে মায়ের অশ্রু ও বোনের বেদনা, তাহলে সে স্বাধীনতা মিথ্যা, সে আত্মত্যাগ বৃথা।"

"যুদ্ধে আপনারা যে সব মহিলা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন আমার অনুরোধ আপনারা চোখের অশ্রু মুছে ফেলুন। মনকে শক্ত করুন এবং দেশ গড়ার কাজে অংশ নিন।"

"আমরা পুরাতন আমলের জীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে নতুন সমাজ গড়ে তুলবো।"

"বাংলাদেশে মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকবে না। সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে।"

"পাকিস্তানের সংবেদনশীল সাধারণ মানুষের কাছে আমার আবেদন, নুরেমবার্গ মামলার আসামীদের থেকেও নিকৃষ্ট ধরনের এই অপরাধীদেরকে স্বজাতি বলে ডাকবেন না।"

"একটি নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে আমরা বিভোর, একটি সামাজিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল, আমাদের সমস্ত নীতি, আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত হবে।"

"আমাদের দুস্তর পথ। এ পথ আমাদের অতিক্রম করতেই হবে।"

"আমাদের প্রিয় দেশবাসী, লাখ লাখ শহীদের রক্তের লাল আস্তরণে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেব না। আমি জীবনেও কোনদিন কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেই নাই।"

"দেশ আজ স্বাধীন। সম্পদের মালিক জনগণ। তাই কোন শ্রেণী বিশেষের ভোগ-লালসার জন্য এবং লোভ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এই সম্পদকে অপচয় করতে দেয়া হবে না।"

"এই সংবিধানে মানবিক অধিকার থাকবে, যে অধিকার মানুষ চিরজীবন ভোগ করতে পারে।"

"আমরা এখন আর পুঁজিপতি প্রভুদের ভোগের জন্য সম্পদ উৎপাদন করতে যাচ্ছি না। এখন যা উৎপাদন হবে তা শ্রমিক-কৃষক এবং বাংলাদেশের সব মানুষের কল্যাণে লাগবে।"

"শিল্পোৎপাদনের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষী ভাইদের ভোগ করতে দিতে হবে।"

"আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সফল হবো।"

"এ দেশের চাষী-তাঁতী-কামার-কুমার-শ্রমিক ও মজলুম জনতার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাজ করব।"

"কিন্তু আমি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে নিয়ে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিনি যে রাতারাতি সবকিছু ঠিকঠাক করে দেব। সমৃদ্ধির পথে কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা আমার জানা নেই।"

"শতাব্দীর শোষণের পুঞ্জীভূত সমস্যা আমাদের সামনে জড়ো হয়ে রয়েছে। এগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম ও আরো আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ভিত্তি গড়ে যেতে পারব।"

"আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে সেখানে বসবাস করতে পারবে।"

"আজ আমি বলতে পারি, আমি বাঙালী, আজ আমি বলতে পারি, বাঙালী একটি জাতি। আজ আমি বলতে পারি, বাংলার মাটি আমার মাটি। এর বেশি তো আমি চাই নাই।"



"আমাকে আপনারা 'জাতির পিতা' আখ্যা দিয়েছেন। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য আসি নাই। আমি সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ভালোবাসি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আমাকে ভালোবাসে। জীবনে কখনও আমি তাদের সাথে বেঈমানী করি নাই। চারবার আমাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা হয়েছে। তবু আমি মাথা নত করি নাই।"

"আমি রাজনীতি করেছি বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্য, বাংলার মানুষকে স্বাধীনতা দেবার জন্য, বাংলার মানুষের জন্য শোষণহীন সমাজ গড়ার জন্য। আমি রাজনীতি করেছি পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করার জন্য। বাংলার মানুষ যাতে মানুষের মতো দুনিয়ায় দাঁড়াতে পারে তার জন্য এবং বাংলার সম্পদ যাতে পশ্চিমারা লুট করে খেতে না পারে তারই জন্য আমি সংগ্রাম করেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য সংগ্রাম করি নাই।"

"আপনারাও আমাকে সব দিয়েছেন। আপনারা তো আমাকে জাতির পিতা বানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব তো আমার জন্য বড় জিনিস নয়। যা কোনদিন কোন মানুষ পায় নাই, তা আমি পেয়েছি। আপনারা যা দিয়েছেন সে হলো আপনাদের ভালোবাসা। আমাকে আপনারা দোয়া করবেন। আমি যেন আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি। এর বেশি কিছুই আমি চাই না।"

"বাংলার মানুষকে আমি জানি। আমাকেও বাংলার মানুষ চেনে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের জন্য কোন কাজে হাত দিয়ে কখনও হাল ছাড়ি না।"

"আপনারা হলেন শতকরা একজন বা দেড়জন, আর বাংলার কৃষক হলো শতকরা ৮৫ জন। আয়ের একটা অংশ আপনারা নেবেন। আর বাকি অংশ দেশের কৃষকদের। তাদের টাকা

দিয়ে শিল্প কারখানা চালানো হয়। তাদের ভোগ করার অধিকার রয়েছে।"

"আমি তো পরিষ্কার বলেছি, দুনিয়ার সমস্ত দেশ থেকে আমি সাহায্য নিতে রাজি আছি। কিন্তু সে সাহায্য হবে শর্তহীন। শর্ত দিয়ে কারো কাছ থেকে ভিক্ষা আনতে পারব না। শর্ত ছাড়া যদি কেউ আমাকে সাহায্য করতে চায়, দুনিয়ার যে কোন দেশ থেকে সাহায্য নিতে আমি রাজি আছি। তবে এমন কিছু আনতে চাই না, যাতে ভবিষ্যতে আমার অসুবিধা হতে পারে। সে জন্য আমি একটু আস্তে আস্তে চলি।"

"ইনশাআল্লাহ একবার যদি উৎপাদন বেড়ে যায়, তাহলে আর কোন কষ্ট হবে না। শ্রমিকরা সমস্ত মানুষের সঙ্গে সমানভাবে দেশের সম্পদ ভাগ করে খেতে পারবে। কিন্তু চার সের দুধ হলে তারা এক সের খাবে। বকি তিন সের গ্রামের লোককে দেবে। চার সেরই যেন নিজেরা না খায়। তাহলে গ্রামের লোক বাঁচবে না। গ্রামে থাকে কারা? আপনার আমার বাবা-মা। যারা গ্রামে বাস করে, তারাই কৃষক। তাদের প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে।"

"আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়ও বিশ্বাস করি।"

"শৃংখলা ফিরে না আসলে কোন জাতি বড় হতে পারে না। সততা ফিরে না আসলে কোন জাতি বড় হতে পারে না। আপনাদের প্রতি অভিশাপ পড়বে। ৩০ লাখ লোকের আত্মা আপনাদের অভিশাপ করবে।"

" আপনারা সামান্য কিছু লোকের স্বার্থ দেখবেন, না সাড়ে সাত কোটি লোকের স্বার্থ, যে ৩০ লাখ লোক রক্ত দিয়েছে, তাদের স্বার্থ দেখবেন?"



"যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমার দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, এখানে বসে কেউ যদি তার বীজ বপন করতে চান তাহলে তা কি আপনারা সহ্য করবেন? আপনাদের যে কোন কথা বলবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আপনাদের একটা নীতিমালাও রয়েছে।"

"স্বাধীন দেশে যথেচ্ছাচার চলতে দেওয়া যেতে পারে না। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার তারই আছে, যে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে জানে।"

"এমন দেশ নেই যেখানে বিপ্লবের পরে দুই-চারবার দুর্ভিক্ষ হয় নাই। কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত খাবার দিতে না পারলেও বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের প্রতিটিতেই কিছু না কিছু খাবার পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি।"

"আপনারা সাংবাদিক। আপনাদের স্বার্থরক্ষা করতে হলে আপনারা নিজেরাও আত্মসমালোচনা করুন। আপনারা শিক্ষিত। আপনারা লেখক, আপনারা ভালো মানুষ। আপনারাই বলুন, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে সহযোগিতা করব।"

"আমাদের এই দেশে আমরা যারা আছি তারা যদি চরিত্রের পরিবর্তন না করি, তাহলে এমন দিন আসবে, এমন ঝড় আসবে, যে ঝড়ে আপনারা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবেন।"

"দেশের জনগণ রক্ত দিতে কোনদিনও কৃপণতা করেনি। গত আন্দোলনের সময় আমি জেলে যাওয়ার আগে বলেছিলাম রক্তের দরকার, বাংলাদেশের মানুষ লাইন ধরে রক্ত দিয়েছিল। রক্ত আপনারা পাবেন, রক্ত বাংলার মানুষ দেয়। গুলী খেয়েও রক্ত দেয় আবার অন্যকে বাঁচার জন্যও দেয়। কিন্তু রক্তের ভালো ব্যবহার হওয়া দরকার।"

"সাড়ে সাত কোটি লোককে রক্ষা করার জন্য যদি দুই-পাঁচশত লোককে কোন কিছু করতে হয়, সাজা দিতে হয়,

নিশ্চয়ই তা দেয়া হবে। I have my responsibility for the people."

"আমি ওই দুঃখী মানুষের নেতা, আমি নেতা হয়েছি, ওরা আমাকে নেতা বানিয়েছে, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের সাথে আমি থাকব।"

"আমাদের আদর্শ হল বাংলাদেশকে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা, বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা, যেখানে অত্যাচার-অবিচার জুলুম থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না।"

"আপনারা ডাক্তার, আপনাদের মন হতে হবে অনেক উদার। আপনাদের মন হবে সেবার। আপনাদের কাছে বড় ভোট থাকবে না। আপনাদের কাছে থাকবে রোগ, কার রোগ বেশি কার রোগ কম। তাহলেই তো সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে এবং মানুষের মনের আপনারা সহযোগিতা পাবেন।"

"রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনতে যে ত্যাগের প্রয়োজন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনতে তার চেয়ে বেশি কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন।"

"আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, নৌকায় ঘুরেছি, সাইকেলে ঘুরেছি, পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি, আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সমস্যার সাথে জড়িত আছি, আমি সব খবর রাখি।"

"১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন শুরু হয়। সেদিন সকাল ৯ ঘটিকার সময় আমি গ্রেফতার হই। আমার সহকর্মীদেরও গ্রেফতার করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে আন্দোলন চলতে থাকে। বলা বাহুল্য, সেদিন ছিল মহাদুঃখের দিন। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমরা আন্দোলন করতাম। সেদিন অক্টোপাসের মতো চারদিক থেকে বাংলাকে এবং বাঙালীকে শেষ করার ষড়যন্ত্র চলছিল।"



"যতদিন এদেশের দুঃখী মানুষ পেট ভরে খেতে না পারে, যতদিন অত্যাচার ও অবিচারের হাত থেকে তারা না বাঁচবে, যতদিন না শোষণমুক্ত সমাজ হবে, ততদিন সত্যিকারের স্বাধীনতা আসতে পারে না।"

"আমি যদি আত্মবিশ্লেষণ করতে না পারি, আত্মসংযম করতে না পারি, আত্মশুদ্ধি করতে না পারি, তাহলে অন্যকে বলার আমার কোন অধিকার নেই।"

"সারাদিন কী করবে তা রাত্রে শোবার সময় একবার হিসাব-নিকাশ করো। আজ ভালো-মন্দ-এর হিসাব রাখলে পরের দিন এটা কাজে লাগবে।"

"তোমরা আত্মসংযম অভ্যাস কর; আত্মসমালোচনা কর, আত্মশুদ্ধি কর। তারপর পথে নাম। মানুষ শুনবে, মানুষ দেখবে, মানুষ শিখবে, শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে। মানুষও উৎসাহী হয়ে তোমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে।"

"কেউ কোনদিন বল প্রয়োগে ভালো কিছু করতে পারে নাই।"

"সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষের দরকার।"

"একদিকে গণতান্ত্রিক অধিকারের বুলি অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের হুমকি, এ দুটো এক সাথে চলে না।"

"যারা আন্দোলনের ভয় দেখায়, তারা জানে না, আমি আন্দোলনের মধ্যে পয়দা হয়েছি। দরকার হলে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত পরিণতিতে যাব। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা হবে না। আমরা বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেছি।"

"অনেকে বলে, বঙ্গবন্ধু, তুমি কঠোর হও। কিন্তু কঠোর হওয়ার পরিবর্তে আমি ক্ষমা করেছি, ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার চেষ্টা করেছি। এটা যদি অন্যায় হয়ে থাকে তবে তার প্রতিবিধান আমাকে করতে হবে।"

"স্বাধীনতার পর আর রক্তপাত আমি দেখতে চাই নাই।"

"বাংলাদেশে এমন কোন মহকুমা নাই, এমন কোন থানা নাই, যেখানে আমি যাই নাই। এমন কোন লোক নাই যার পাশে দাঁড়িয়ে আমি আন্দোলন করি নাই। আমার জীবনের একটা বড় অংশ কারাগারে কেটেছে বাংলাদেশের মানুষের জন্য। আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে একটা গুলি আমি ছাড়ি নাই। ১৪৪ ধারা জারি করি নাই। সবাইকে বলেছি, ভাইরা, বাবারা, আমি জাতির পিতা, আমি বঙ্গবন্ধু; আমার দ্বারা কী করে এসব সম্ভব।"

"তোমরা একটা করে গাছ লাগাতে পার না? একটা লাউ গাছ, একটা কলা গাছ, একটা আম গাছ, একটা কাঁঠাল গাছ লাগাতে পার না?"

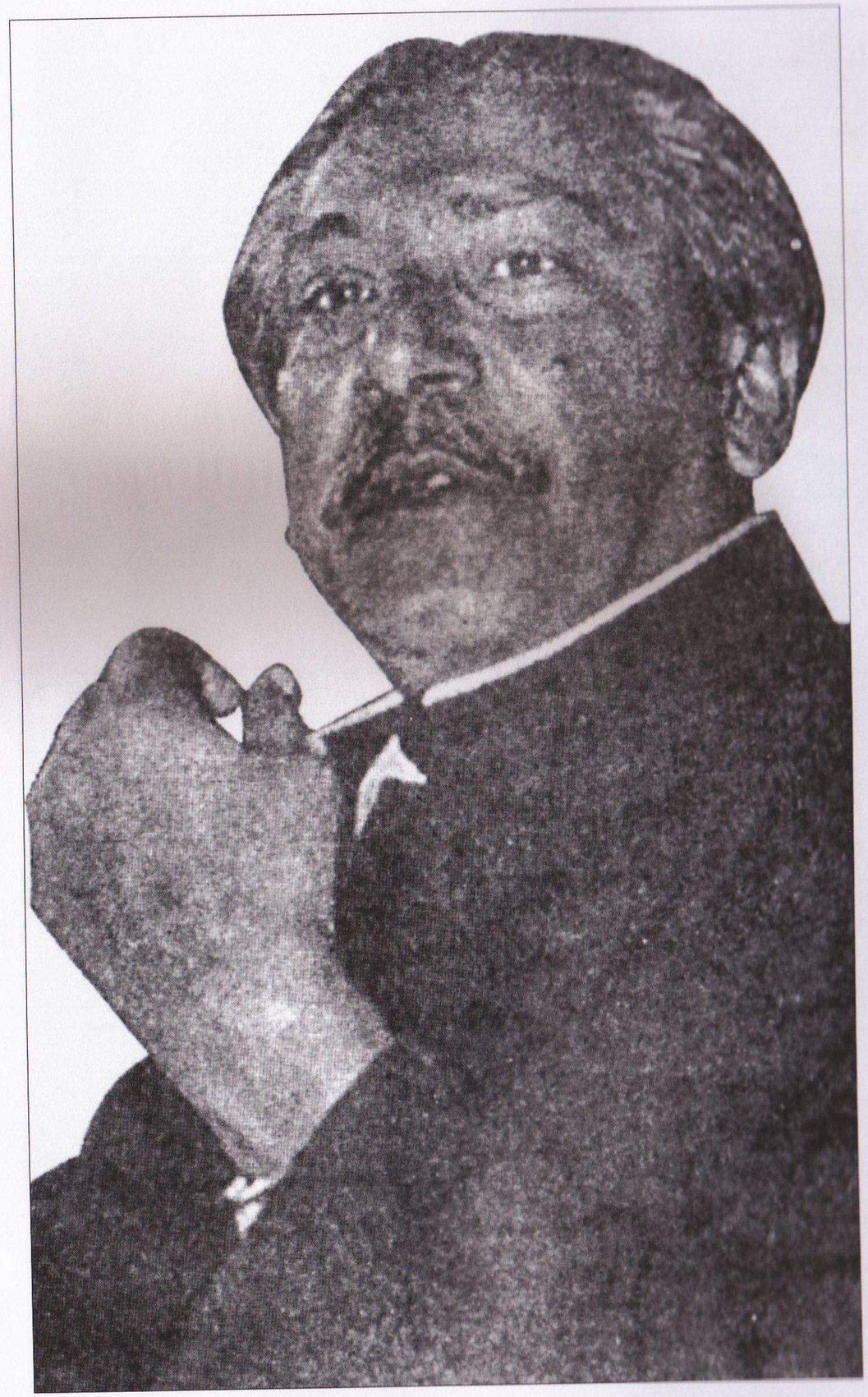
"ফসল উৎপাদন না করলে তোমরা দেশকে বাঁচাতে পারবে না।"

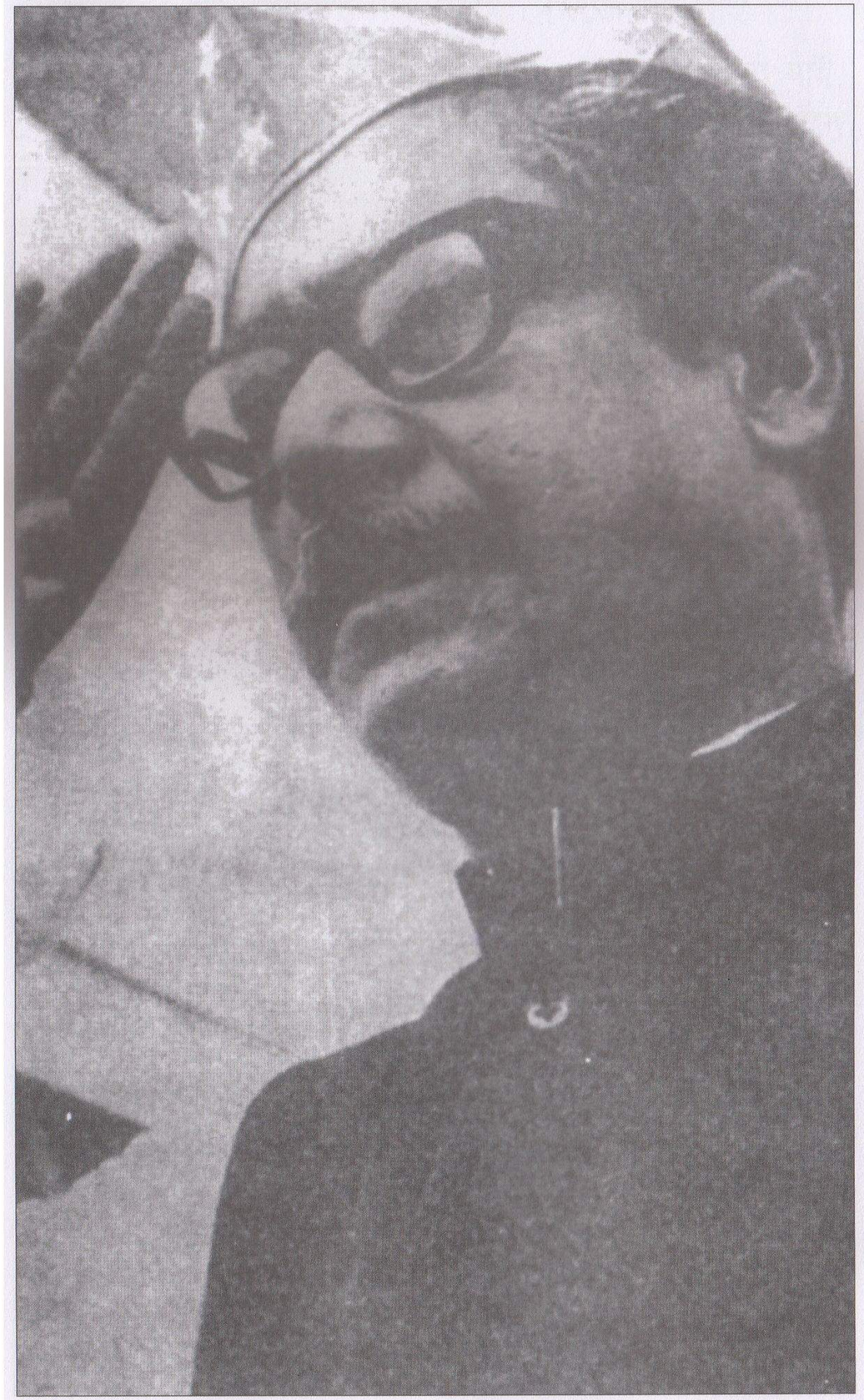
"তাদের মনে রাখতে হবে জনগণের পয়সায় আপনারা খাচ্ছেন। আর জনগণের পয়সায়ই যখন খান তখন জনগণের একটু উপকার করেই খাওয়া উচিত।"

"ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ওয়াদা আদায় করতে পারবেন না। এটা আমি শিখি নাই। তা যদি হতো তবে স্বাধীনতা আন্দোলনকালে ইয়াহিয়া খান যখন আমার কবর তৈরী করে আমাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যায়, তখন আমার মুখ থেকে একটা কথা বের করতে পারত। তা পারেনি। কারণ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে আমি অপমান করে যেতে পারি না, যাদের পিতা আমি।"

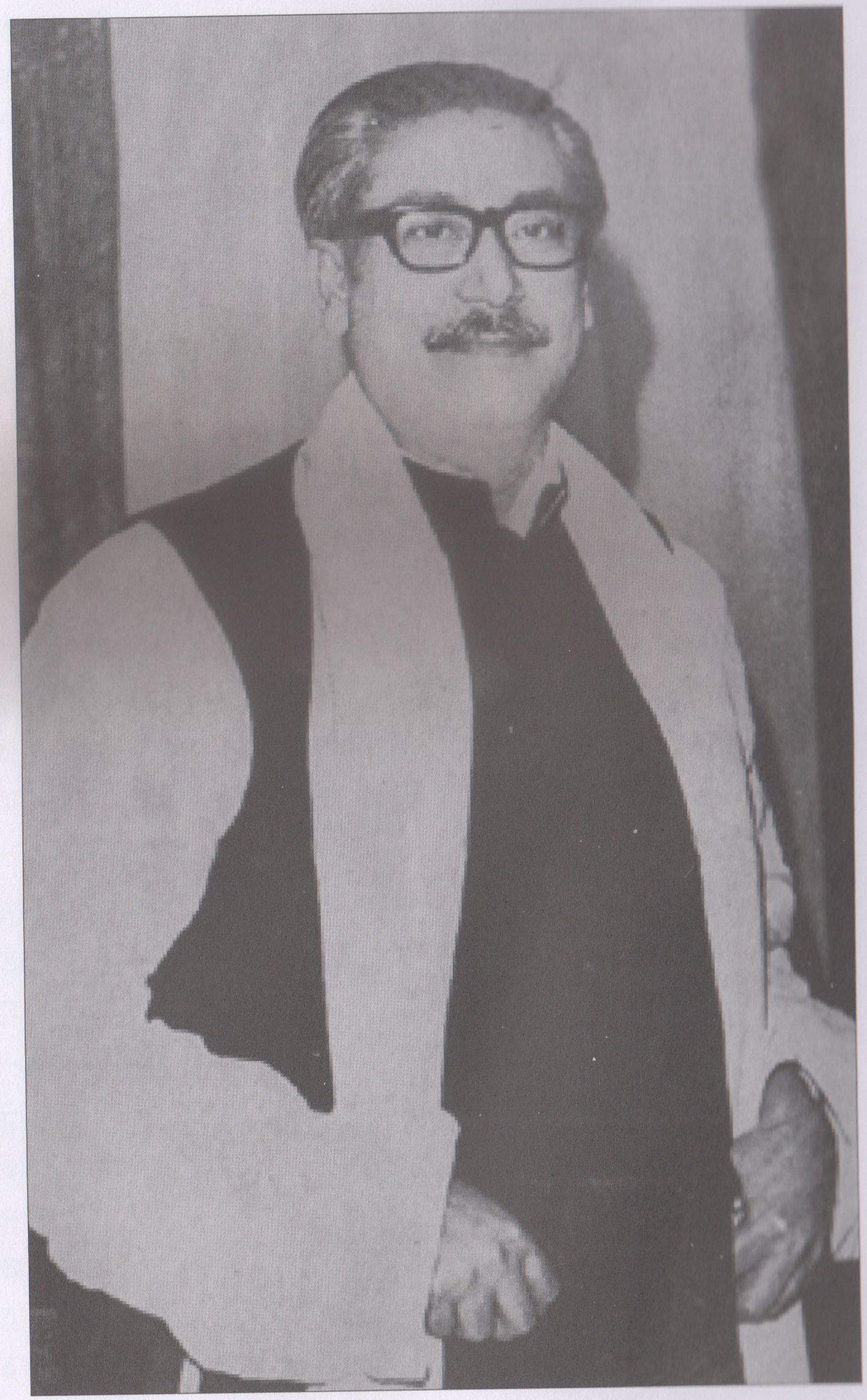
"আমি বাঙালী বাংলা আমার ভাষা। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা, বাংলার ইতিহাস, বাংলার আকাশ, বাংলার আবহাওয়া, বাংলার মাটি, তাই নিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ।"















"শোষণহীন সমাজ, সুষম বণ্টন, সম্পদের মালিক জনগণ, তোমরা তা বিশ্বাস কর। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার কোন শর্টকাট রাস্তা নেই। আস্তে আস্তে যেতে হবে।"

"ছোট ভাইয়েরা আমার, যার মনের মধ্যে আছে সাম্প্রদায়িকতা সে হলো বন্য জীবের সমতুল্য। তা সত্ত্বেও অনেককে ক্ষমা করা হয়েছে। কিন্তু আজ সুযোগ পেয়ে যারা বাংলার গ্রামে গ্রামে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন শুরু কর। ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা সমুন্নত রাখো। যে আদর্শে বিশ্বাস করে তোমরা রক্ত দিয়েছ সে আদর্শের পথ হতে তোমরা বিচ্যুত হয়ো না।"

"স্বাধীনতার শত্রুতরা আজ সংঘবদ্ধভাবে দেশের ভিতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়।"

"বাংলার দুঃখী মানুষের যদি আবার দুর্দিন আসে আর তাদের জন্য কিছু না-ই করতে পারি, তবে ঠিক তোমাদের নিয়ে আমি আবার রাস্তায় নামব। এদেশের মানুষের ভালোবাসার জন্য আমি সব ছাড়তে পারি, সব ত্যাগ করতে পারি।"

"বিপ্লবের পরে কয়েকটা বছর বড় সাংঘাতিক যায়। এই সময়ে তোমরা যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ যদি হুঁশিয়ার না থাক, তবে স্বাধীনতার শত্রুরা মাথা তুলে উঠে এমন ছোবল মারবে যে, আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে।"

"যুব সমাজকে যেমন আগে ডাক দিয়েছিলাম, তেমনি আজও ডাক দিয়েই যাই, তোমরা বিপদমুক্ত হও নাই। তোমাদের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য, তোমাদের ইপ্সিত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে বানচাল করার জন্য, তোমাদের আদর্শকে ধ্বংস করার জন্য শত্রুরা চারিদিকে থেকে অগ্রসর হচ্ছে। তোমরা সংঘবদ্ধ থাকলে ওদের কীভাবে ঠাণ্ডা করতে হয় তা ইনশাআল্লাহ আমি জানি।"

"বাবারা, একটু লেখাপড়া শিখো। যতই জিন্দাবাদ আর মুর্দাবাদ কর, ঠিকমত লেখাপড়া না শিখলে কোন লাভ নাই। আর লেখাপড়া শিখে যে সময়টুকু থাকে বাপ-মাকে সাহায্য কর।"

"প্যান্ট পরা শিখেছো বলে বাবার সঙ্গে হাল ধরতে লজ্জা করো না, কোদাল মারতে লজ্জা করো না।"

"গ্রামে গ্রামে বাড়ির পাশে বেগুন গাছ লাগাও, কয়টা মরিচ গাছ লাগিও, কয়টা লাউ গাছ ও কয়টা নারিকেলের চারা লাগিও। বাপ মারে একটু সাহায্য কর। কয়টা মুরগী পাল, কয়টা হাঁস পাল। জাতীয় সম্পদ বাড়বে। তোমার খরচ তুমি বহন করতে পারবে।"

"শুধু শুধু বিএ, এমএ পাস করে লাভ নাই। আমি চাই কৃষি কলেজ, কৃষি স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও স্কুল, যাতে সত্যিকার মানুষ পয়দা হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা নিলে কাজ করে খেয়ে বাঁচতে পারবে। কেরানি পয়দা করেই একবার ইংরেজ শেষ করে গেছে দেশটা। তোমাদের মানুষ হতে হবে ভাইরা আমার।"

"তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইল, মানুষের মতো মানুষ হও। স্বাধীন দেশের নাগরিক হও। মুখ উঁচু করে দাঁড়াও। মিথ্যা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। তোমরা সুখী হও।"

"মানুষের অজেয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে জয় করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখি।"

"স্বাধীনতা সংগ্রামের চাইতেও দেশ গড়া বেশি কঠিন। দেশ গড়ার সংগ্রামে আরো বেশি আত্মত্যাগ আরও বেশি ধৈর্য আর বেশি পরিশ্রম দরকার।"



Northern University Bangladesh NUB Library

"আমি জানি না, রক্তাক্ত বিপ্লবের পর পৃথিবীর আর কোন দেশে সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন চালু করা হয়েছে কিনা। আমার জানা মতে হয়নি। বাংলাদেশে তো হয়েছে।"

"বাংলাদেশকে আমরা যদি প্রকৃতই একটি শান্তিকামী শোষণমুক্ত দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকের আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির মনোভাব গ্রহণ করা দরকার।"

"এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশের কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।"

"আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরো শক্তিশালী শত্রু, এই শত্রু হলো অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারি ও দুর্নীতি। এই যুদ্ধের জয় সহজ নয়। অবিরাম এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং একটি সুখী, সুন্দর অভাবমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তবেই হবে আপনাদের সংগ্রাম সফল। আপনাদের শেখ মুজিবের স্বপ্ন ও সাধনার সমাপ্তি।"

"আমি যে সুখী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি এবং দুঃখ নির্যাতন বরণ করেছি সেই বাংলাদেশ এখনো আমার স্বপ্ন রয়ে গেছে। গরীব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন হাসি না ফুটবে, ততদিন আমার মনে শান্তি নাই।"

"দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো।"

"বাংলাদেশ শুধু নিজেই মুক্তিসংগ্রামে সাফল্য অর্জন করে ক্ষান্ত নয়; বিশ্বের যে কোন নিপীড়িত দেশ ও মুক্তি সংগ্রামীদের পাশে আমরা রয়েছি।"

A-98248

"সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ, দায়িত্ব পালনে আরো মন দিন। প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করুন।"

"যারা ধ্বংস করে ধ্বংসাত্মক চেষ্টা চালায় তারা শুধু সরকারের শত্রু নয়, দেশ ও জনগণের শত্রু।"

"আওয়ামী লীগের ইতিহাস আপনারা জানেন, হাসি-কান্নার ইতিহাস, রক্তের ইতিহাস, অত্যাচারের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস, জয়ের ইতিহাস। আপনাদের সঙ্গে বাংলার মাঠ-প্রান্তরে, গ্রামে গ্রামে আমি কাজ করেছি।"

"থিওরি খুব ভালো। কাগজে-কলমে লেখা থিওরি অনেক মূল্যবান। পড়ে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কাজের সঙ্গে মিল না থাকলে থিওরি কাগজে-কলমে পড়ে থাকে, কাজে পরিণত হয় না।"

"একদিনে সংগ্রাম হয় না। একদিনে দেশ জয় হয় না। একদিনে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।"

"তাদের হাতে ছিল অস্ত্র, মেশিনগান। তাদের কাছে ছিল অর্থ, ছিল ধোঁকাবাজি। তারা বিশেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো ধর্মের নাম। আমার বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। তাই ধর্মের নামে ধোঁকা দেয়া যত সহজ অন্য কিছুতে ততটা সহজ নয়। তাই ধর্মকে তারা ব্যবহার করল মানুষকে শোষণ করার অস্ত্র হিসেবে।"

"রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বের। সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে। নেতারা চেষ্টা করেছেন সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। নেতৃত্বের সঙ্গে প্রয়োজন আদর্শের।"



"নেতৃত্ব ও আদর্শের পরে প্রয়োজন নিঃস্বার্থ কর্মীর। নিঃস্বার্থ কর্মী ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বড় হতে পারে না, কোন সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। এর পরে প্রয়োজন সংগঠনের। সংগঠন ছাড়াও কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাজ সফল হতে পারে না।"

"দুর্নীতি আমরা দেখব না, দুর্নীতি আমরা করব না, দুর্নীতি এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব।"

"আওয়ামী লীগের ১৯৪৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নেতৃত্ব ছিল, আদর্শ ছিল, নিঃস্বার্থ কর্মী ছিল এবং সংগঠন ছিল। এই ভিত্তির উপরই সংগ্রামে এগিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছে।"

"পনেরশ মাইল দূরের দুটি অংশ নিয়ে কোন সময় কোন একটি রাষ্ট্র হয়েছে বলে আমার জানা নাই। কিন্তু আমরা ধর্মভীরু মানুষ তাই পাকিস্তানীরা ধর্মের নামে এক রাষ্ট্রের দোহাই দিতে আরম্ভ করল। আমরা যারা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম তারা সংগ্রাম করেছি। যারা বুঝতে চেষ্টা করে নাই তারা দালালী করেছে।"

"আওয়ামী লীগ কর্মীরা যে যেখানে ছিল বিপদের সম্মুখীন হয়েও নীতি পরিবর্তন না করে, আদর্শ পরিবর্তন না করে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।"

"জনগণকে ছাড়া, জনগণকে সংঘবদ্ধ না করে জনগণকে আন্দোলনমুখী না করে এবং পরিষ্কার আদর্শ সামনে না রেখে কোন রকম গণআন্দোলন হতে পারে না এবং সেখানে কোন বিপ্লব হতে পারে না।"

"অনেকে আন্দোলন দেখে নাই। আন্দোলন কাকে বলে জানে না। কোন দিন জীবনে জেলের দরজা দেখে নাই। অবিচারের

সামনে পড়ে নাই। আন্দোলন গাছের ফল নয়। আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হয়। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। আন্দোলনের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মী থাকতে হয়। ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার। আর সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার।"

"কত হাজার হাজার লাখ লাখ লোক শহীদ হয়েছে বাংলার স্বাধীনতার জন্য। লাখ লাখ মা-বোনের আর্তনাদ আজও মোছে নাই, আজও থামে নাই। আজও তাদের চোখের পানি যায় নাই।"

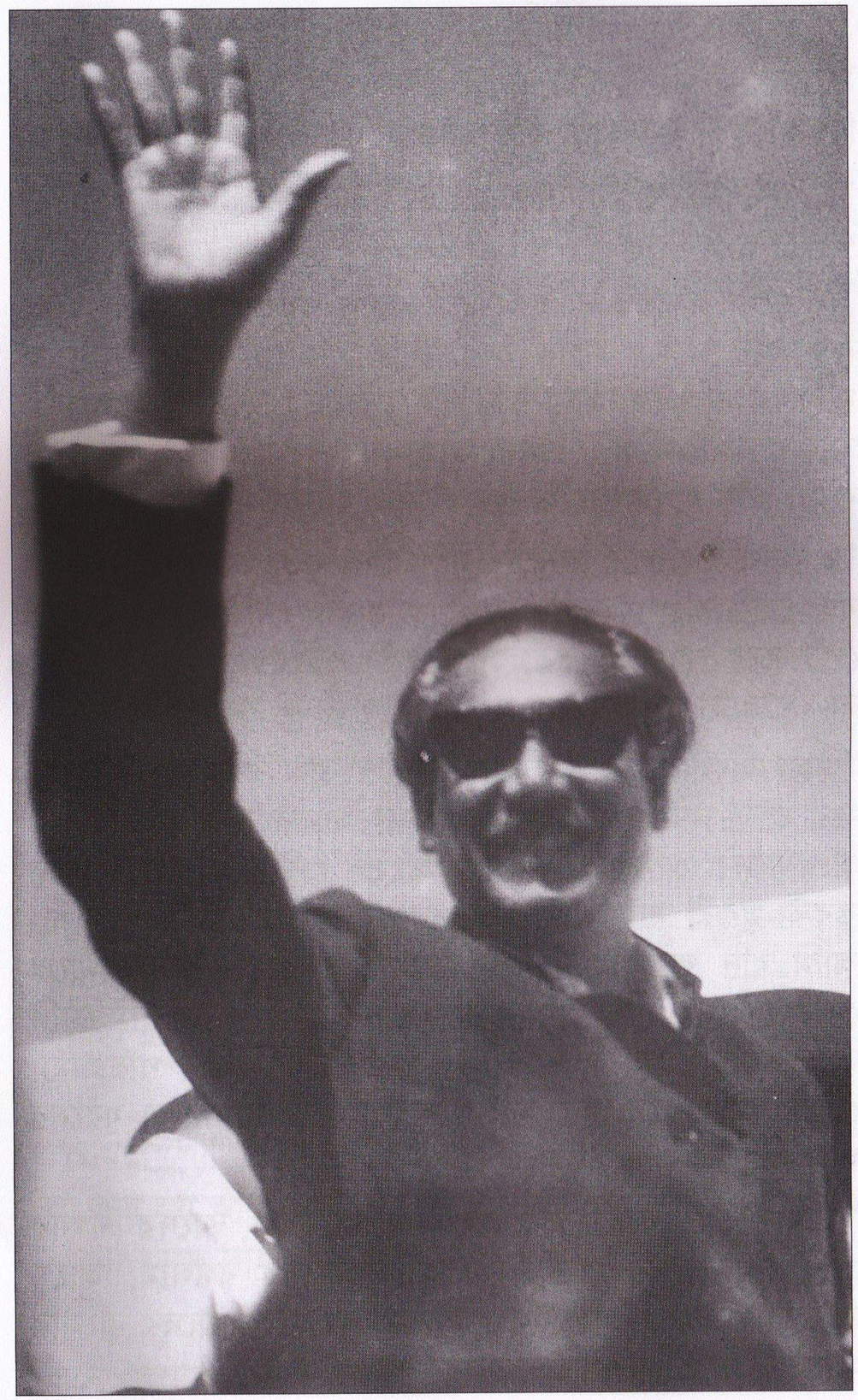
বাংলাদেশের লাখ লাখ যুবক, লাখ লাখ কৃষক, লাখ লাখ শ্রমিক রক্ত দিয়েছে। আর কারো কথায় নয় শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকেই তারা জীবন দিয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাস কোনদিন মিথ্যা করতে নাই।"

"বলা হয়, বঙ্গবন্ধু কঠোর হও। বঙ্গবন্ধু কঠোর কি-না আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নসরুল্লাহ খান, লিয়াকত আলী খান সবাই জানেন।"

"আজ বাংলার মাটি আমার, আমি বাংলার মাটির। আজ বিদেশী শোষকরা আমার দেশকে শোষণ করতে পারবে না। আজ সাম্রাজ্যবাদের দালাল বাংলার মাটিতে স্থান পাবে না। আজ আমরা বাংলার মানুষকে শোষণ করতে দিব না। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।"

"আমি জেনেশুনেই বলেছিলাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। কিন্তু মানুষ মুক্তি পাবে সেই দিন যেইদিন অর্থনৈতিক মুক্তি দেব বাংলার মানুষকে। তোমরা এক যুদ্ধে জয়লাভ করেছ, দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু করেছ। আওয়ামী লীগের সহকর্মীরা এইখানেই তোমাদের পরীক্ষা-অগ্নিপরীক্ষা।"





"মানুষ মরতে পারে নীতি আদর্শ মরে না কোনদিন।"

"পড়ো, জানো, শেখো, বোঝ। তারপরে বিপ্লবের কথা বল। বিপ্লব রাতের অন্ধকারে গুলি কইরা, টেরোরিজম কইরা হয় না।"

"এ প্রধানমন্ত্রীত্ব আমার কাছে কাঁটা বলে মনে হয়।"

"কোন দিন স্বার্থে অন্ধ হয়ে তোমাদের ডাক দেই নাই। কোন দিন কোন লাভের বশবর্তী হয়ে কোন শয়তানের কাছে মাথা নত করি নাই। কোন দিন ফাঁসির কাষ্ঠে বসেও বাংলার মানুষের সঙ্গে বেঈমানী করি নাই। আমি বিশ্বাস করি তোমরা আমার কথা শুনবা, তোমরা আত্মসমালোচনা কর, আত্মসংযম কর। তোমরা আত্মশুদ্ধি কর।"

"আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তা হলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো না– পারবো না– পারবো না। আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে।"

"আজ বাংলার নিভৃত কোণে আমার এক কর্মী পড়ে আছে, যার জামা নাই, কাপড় নাই। তারা আমার কাছে আসে না। আপনাদের অনেকেই এখানে আসেন। কিন্তু আমি যদি চর কুকরী-মুকরী যাই আমার ঐ ধরনের কর্মীকে আজও দেখি। আমি যদি কক্সবাজার যাই, আমার গ্রামের একটা কর্মীকে দেখি। এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। আজও আমি দেখি তার পরনে ছেড়া লুঙ্গি, আজও দেখি সেই ছেঁড়া পায়জামা, ছেঁড়া শার্ট, পায়ে জুতা নাই। বাংলাদেশে আমার এ ধরনের লাখ লাখ কর্মী পড়ে আছে।"

"আমার কাছে কতগুলো ছেলে এসে বলেছিল, তাদের শিক্ষার প্রয়োজন, অর্থের প্রয়োজন। আমি তাদের বললাম, আগে ভাত, না শিক্ষা? তারা বলল, ভাত। প্রথমে আমাদের বাংলার মানুষকে ভাত দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হোক।"



"তোমরা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলাররা আজ যারা এখানে বসেছ তারা মনে মনে চিন্তা কর। বুকে হাত দিয়ে খোদার উপর নির্ভর কইরা বল যে, আমরা মানুষকে ভালোবাসি। আমরা বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমরা ২৫ বছর সংগ্রাম করেছি। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। আমরা ইতিহাস রাখব। আমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করব। আমরা দেশকে মুক্ত করব। তাহলেই আওয়ামী লীগের ইতিহাস থাকবে। তাহলে মরেও আমি শান্তি পাব। তা না হলে আমার দুঃখ বড় কষ্ট।"

"আমার যৌবন কারাগারের অন্তরালে কাটিয়ে দিয়েছি এ দেশের মানুষের জন্য। আমি ওদের কাছে থাকতে চাই, ওদের সঙ্গে মরতে চাই, এর বেশি আমি আর কিছু চাই না।"

"আমরা বাঙালী। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালী, সেদিন আমি শেষ হয়ে যাব। আমি বাঙালী বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি আমার প্রাণের মাটি, বাংলার মাটিতে আমি মরব। বাংলার কৃষ্টি বাংলার সভ্যতা আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা। এই বাঙালী জাতীয়তাবাদ তোমাদের মনে রাখতে হবে।"

"রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক তারা হীন, নীচ, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালোবাসে সে কোনদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না।"

"আমরা শোষিত মানুষ। বহু ত্যাগ করেছি। বহু রক্ত দিয়েছি। দরকার হয় আরও দেব। কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রি করে আমরা কারো কাছে সাহায্য চাই না।"

"ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না।"

"আমরা যারা লেখাপড়া শিখি, গাড়িতে চড়ি, বিদেশে যাবার পারি, বিদেশীদের সঙ্গে মিশতে পারি, ভাল স্যুট পরতে পারি তারাই বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে বিদেশের এজেন্ট হই।"

"আমি যেখানেই থাকি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো, তোমাদের পাশেই থাকব। তোমাদের বাদ দিয়ে একদিনও আমি বাঁচতে পারি না।"

"বাঙালীরা দীর্ঘদিন শোষিত হয়েছে। দুই শত বছর বাঙালীরা ইংরেজদের গোলাম ছিল। পঁচিশ বছর পাকিস্তানী-রা বাংলার সম্পদ লুট করেছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই দেশ স্বাধীন হয়েছে খালি হাতে। তাদের কিছুই ছিল না। আজ যেখানে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন সে জায়গাটা ছিল ধ্বংসস্তূপ।"

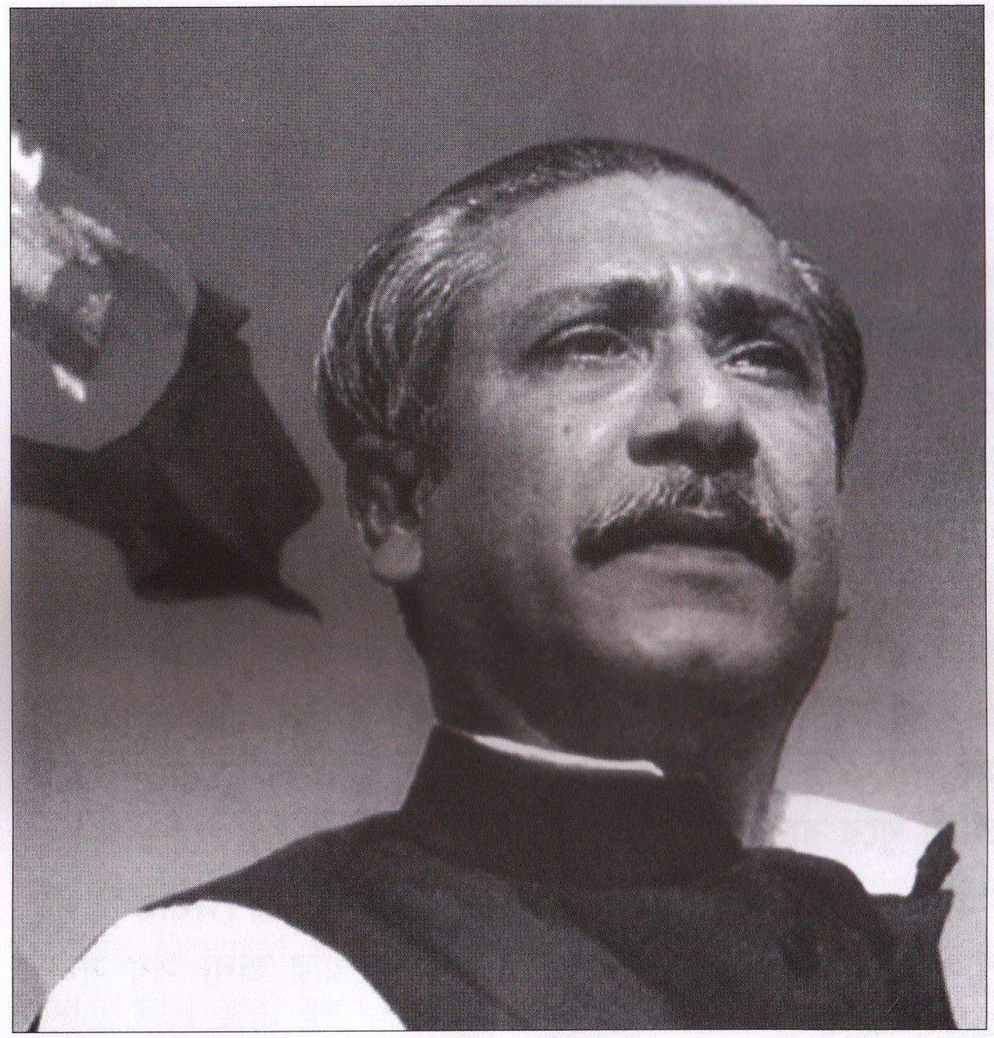
"ত্যাগ স্বীকার না করে কোন জাতি কোনদিন বড় হতে পারে না। দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে, দেশকে ভালোবাসতে হবে।"

"যে জাতি নিজেকে সম্মান করতে পারে না, আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না, সে জাতি দুনিয়ায় কোন দিন বড় হতে পারে না।"

"মাটি যখন পেয়েছি, বাংলার মানুষ যখন আছে, বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা যখন আছে, বাংলার সম্পদ যখন আছে, তখন ইনশাআল্লাহ সবই আমরা গড়ে তুলতে পারব, আমাদের সব জিনিসই হবে। ভবিষ্যৎ বংশধররা চিরজীবন সুখে থাকবে।"

"দেশকে ভালোবাসবে। দেশের মাটিকে ভালোবাসবে। তোমাদের বাবা-মা, আমাদের বাবা-মা এই বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমরা তাদের সন্তান। তাদের মেনে চলতে হবে। আর তোমরা সৎ পথে থাকবে। এসব তোমাদের প্রতি আমার আদেশ, আমার অনুরোধ।"





"তাড়াতাড়ি কোন কিছু করতে গেলে, বেশি বাড়লে ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে। আস্তে আস্তে আমাদের যা সম্পদ আছে, তাই দিয়ে কিছু কিছু করে অগ্রসর হতে হবে।"

"বহুকাল বাংলার সম্পদ বাংলায় থাকে নাই। সে জন্যই আজ বাঙালীরা দুঃখী। ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতে বাংলার সম্পদ বাংলার মাটিতে থাকবে। বাংলার মানুষ যে একদিন সুখী হবে এবং বাংলা যে সোনার বাংলা হবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"বহুদিন রাজনীতি করেছি। ১৮ বছর বয়স থেকে। তখন বোধ হয় ১৯৩৮ সন। তারপর চোঙ্গা মুখে দিয়ে রাজনীতি করেছি, রাস্তায় হেঁটেছি, পায়ে হেঁটেছি, ফুটপাতে ঘুমিয়েছি। সেই রাজনীতি থেকে আজ এ পর্যন্ত এসেছি। আমি বলতে চাই না যে, আমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছি। সাধারণ মানুষ থেকে আমি চোঙ্গা ফুঁকেছি, সাইকেলে ঘুরেছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাজনীতি করেছি।"

"বাংলার মানুষের ভালোবাসার প্রতিদানে আমার দেবার কিছুই নাই, একমাত্র প্রাণ দিতে পারি। তা দেয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত আছি।"

"ব্রিটিশ আমলের সেই ঘুণে ধরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম দিয়ে বাংলার মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। ইট মাস্ট গো। সেই জন্য আমূল পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়েছে। দ্যাট ইজ অলসো এ রেভ্যুলূশন।"

"যে লোক হাসতে হাসতে জীবনের মায়া কাটিয়ে ফাঁসি পর্যন্ত যেতে পারে, যে জানে, গুলী হয়ে এক ঘণ্টা পর মারা যেতে পারে, সেই মানুষ ক্ষমতার জন্য মিথ্যা কথা বলবে না।"

"আমি মানুষ, আমি ভুল করবই। আমি ভুল করলে আমার মন থাকতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি



রেকটিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে না আমি যেটা করেছি সেটাই ভাল, দ্যাট ক্যান নট বি হিউম্যান বিইং। ফেরেশতা হইনি যে সব কিছু ভাল হবে।"

"যে যুদ্ধ করছে তার মাতৃভূমির জন্য, তাকে সমর্থন দেব। তাই বলে আমি অন্যকে গালাগালি করব না। এই জিনিসটি আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব।"

"আমি আপনাদের যে নতুন সিস্টেম দিয়েছি, এর মধ্যে শুধু আপনারা বেঁচে থাকবেন না, আমিও বেঁচে থাকব। বাংলাদেশ দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে।"

"আজ আমার কাছে আপনারা তওবা করে যান যে, স্বজনপ্রীতি করবেন না। ঘুষখোরদের সাহায্য করবেন না। মাত্র কয়েকটা লোকের জন্যই বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না, আমি এর প্রতিকার দেখতে চাই।"

"যদি তারা দেখে যে, তাদের সামনের খাবার অন্যে না খায়। যদি তাদের বোঝানো যায় যে, না আমার নাই, তাহলে তারা দুঃখ করবে না। তারা যখন দেখে যে, তাদের জন্য যে আটা পাঠানো হচ্ছে তা অন্যে চুরি করে খায়, তাহলে তাদের দুঃখের জায়গা থাকে না। তখন তারা অভিশাপ দেয়। সে অভিশাপ আপনাদের লাগে কিনা জানি না। কিন্তু আমার লাগে। কারণ তারা আমার জন্য দোয়া করেছে। এদেশের মা-বোনেরা যদি আমার জন্য রোজা না রাখত, মসজিদে-মন্দিরে যদি দোয়া না করত, তাহলে বোধহয় আমি ফিরে নাও আসতে পারতাম। লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষ রোজা রেখেছে আমার জন্য মাসের পর মাস।"

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এর উপর বারবার হামলা এসেছে।"

"আমি জানতাম যে কোন দিন ওরা আমার শেষ করে দিতে পারে। কারণ ওরা অসভ্য, বর্বর।"

"আমার নির্ভর ছিল আমার বিশ্বাস, আমায় নীতি, আমার পৌনে আট কোটি মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস। তারা আমায় ভালবেসেছে– ভাইয়ের মত, পিতার মতো। আমাকে তাদের নেতা বানিয়েছে।"

"মা আর বাবার সামনে ওরা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। পুত্রের সামনে মাকে ধর্ষণ করেছে। আপনি চিন্তা করুন। আমি এ কথা চিন্তা করে চোখের অশ্রুকে রোধ করতে পারি না। এরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে কীভাবে? এরা তো পশুরও অধম।"

"আমি ইচ্ছা করলে যে কোন জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু আমার দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে আমি কেমন করে যাব? আমি তাদের নেতা। আমি সংগ্রাম করব। মৃত্যুবরণ করব। পালিয়ে কেন যাব? দেশবাসীর কাছে আমার আহ্বান ছিল, তোমরা প্রতিরোধ গড়ে তোল।"

"আমি একটি শক্তিশালী সংগঠনকে জীবনব্যাপী গড়ে তুলেছিলাম। জনগণ তার ভিত্তি।"

"আমি মানুষ। আমি মনুষত্বকে ভালবাসি। আমি আমার জাতির নেতা। আমি আমাদের দেশের মানুষকে ভালবাসি। আজ তাদের কাছে আমার আর কিছু দাবি নেই।"

"তারা আমাকে ভালবেসেছে। সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছে। কারণ, আমি আমার সবকিছুকে তাদের জন্য দিবার অঙ্গীকার করেছি। আজ আমি তাদের মুখে হাসি দেখতে চাই।"

"আমি যখন আমার প্রতি আমার দেশবাসীর স্নেহ-ভালবাসার কথা ভাবি, তখন আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই।"



"আমার আত্মীয়-স্বজনদের চাইতেও আমার ভালবাসা আমার দেশের জন্য। আমার যা কিছু দুঃখ ভোগ সে তো আমার দেশের জন্য।"

"আমি তো জানি, আমি অমর নই। আজ কিংবা কাল, কিংবা পরশু আমাকে মরতে হবে। মানুষ মাত্রকেই মরতে হয়। কাজেই আমার বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে সাহসের সঙ্গে।"

"জনতার প্রতিই আমার প্রথম ভালবাসা।"

"এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে– বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবে।"

"কাদের ওরা হত্যা করেছে? একেবারে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে। গ্রামের মানুষকে যে গ্রামের মানুষ পৃথিবীর কথাই হয়ত কিছু জানত না, সে গ্রামে পাকিস্তানী ফৌজ ঢুকে পাখি মারার মত গুলী করে এই মানুষকে হত্যা করেছে।"

"বাংলার মীরজাফরদের সম্পর্কে আমি আপনাদের সজাগ করে দিয়ে এই কথাই বলতে চাই যে, তেইশটি বছরের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও শাসনে বাংলার মানুষ আজ নিঃস্ব, সর্বহারা। ক্ষুধায় তাদের অন্ন নেই, পরনে নেই বস্ত্র, সংস্থান নেই বাসস্থানের। বাংলার অতীত আজ লুপ্ত, বর্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

"গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে আজও যারা ঘুমিয়ে আছেন তাদেরকে এবার ডাক দিয়ে কেবল বলে যেতে চাই : জাগো, বাঙালী জাগো। তোমাদের জাগরণেই এদেশের সাত কোটি মানুষের মুক্তি।"

"১৯৫২ সালের আন্দোলনের পরে শোষকগোষ্ঠী দেখলো যে, বাংলা ভাষাকে এভাবে দাবানো যাবে না। তাই তারা ছলে বলে কৌশলে আমাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে এবং আন্দোলনকে বানচালের চেষ্টা করতে আরম্ভব করে।"

"আমার বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে। বাংলার মানুষকে রক্ষা করতে হবে। বাংলার অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে থেকে বাংলার মানুষ তা কোন দিন করতে পারবে না।"

"দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। না হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না।"

"যতদিন আমি বেঁচে আছি, বাংলার মানুষকে, বাংলাদেশকে মর্টগেজ রেখে সাহায্য নেব না। সে সাহায্যকে আমি ঘৃণা করি।"

"দেশের মানুষকে ভালে াবাসবে। দুষ্টকে দমন করবে আর যারা শিষ্ট তাদের সম্মান করবে।"

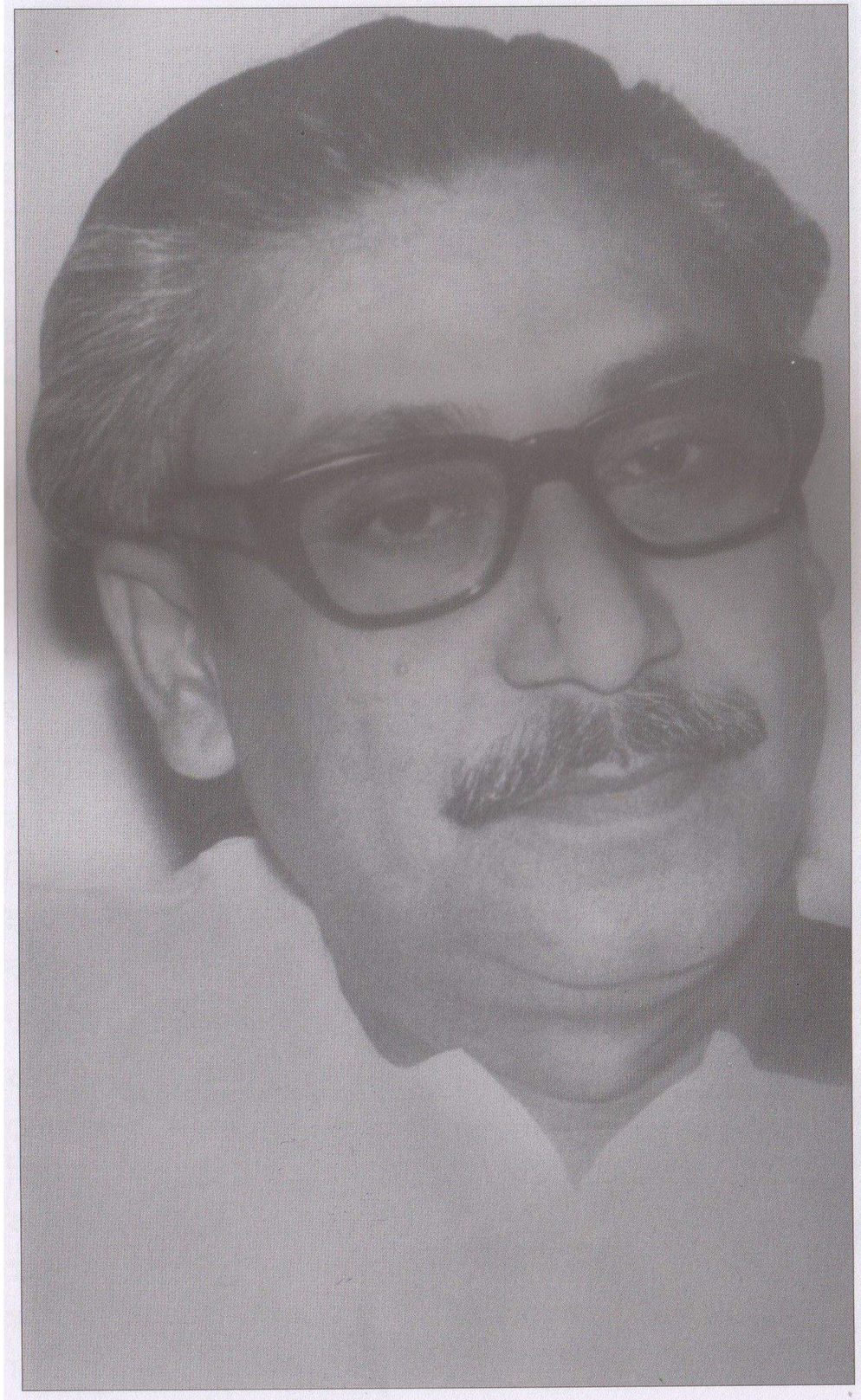
"আমরা বাঙালীরা আর যা-ই-হই না কেন কাপুরুষ নই। আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসতে জানি।"

"তোমাদের শ্রদ্ধাও অর্জন করতে হবে। আর সে শ্রদ্ধা অর্জন করতে হলে শৃঙ্খলা শিখতে হবে, নিজেদের সৎ হতে হবে। নিজেদের দেশকে ভালোবাসতে হবে, মানুষকে ভালোবাসতে হবে এবং চরিত্র ঠিক রাখতে হবে। অন্যথায় কোন ভালো কাজ করা যাবে না।"

"মনে রেখো তোমরা বাংলাদেশের সামরিক একাডেমীর প্রথম ক্যাডেট। ভবিষ্যতে যেসব ছেলে এখানে আসবে, তারা তোমাদের দিকে তাকাবে, তোমাদের কাছ থেকে অনেক জিনিস শিখতে চাইবে। তখন তোমরা আমার মুখ কালো করো না, দেশের মুখ খালো করো না, সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখ কালো করো না। তোমরা আদর্শবান হবে, সৎপথে থাকবে। মনে রেখ, মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন, মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন।"















"যে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, সেই রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা দরকার হলে রক্ষা করা হবে।"

"কষ্ট মানুষের আছে, কষ্ট মানুষের অনেক দিন পর্যন্ত করতে হবে- যে পর্যন্ত দেশকে গঠন করা না যাবে।"

"তোমরা পেয়েছো শিক্ষার আলো, যে শিক্ষা দিয়েছে বাংলার জনগণের টাকায় তুমি কি ফেরত দিয়েছো বাংলার দুঃখী মানুষকে, যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মরে যায়? যে মানুষের কাপড় নাই, যে মানুষ বন্ধু খুঁজে পায় না, যার বস্ত্র নাই, শার্ট নাই, বুকের হাঁড়গুলো পর্যন্ত দেখা যায, তাকে যায়, তাকে আজকে তোমরা কি দিয়েছো?"

"বাংলার মানুষকে আমি ডাক দিয়েছিলাম, ৭ই মার্চ আমি তাদের প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম।"

"বহু দুঃখ নিয়ে এ কাজ করতে হয়েছে। বহুদিন পর্যন্ত বিবেকের দংশনে জ্বলেছি। মাথা নত করি নাই কোন অন্যায়ের কাছে। আপোস করি নাই কোন অন্যায়ের কাছে। জীবন ভর সংগ্রাম করেছি।"

"জাসটিক ডিলেড জাসটিক ডিনাইট–উই হ্যাব টু মেইড এ কমপ্লিট চেইঞ্জ এবং সিস্টেমের মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে। মানুষ যাতে সহজে বিচার পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার পায়।"

"নতুন স্বাধীন দেশ স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে। যেখানে জুডিশিয়াল সিস্টেম-এর অনেক পরিবর্তন দরকার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে।"

"ছাত্র সমাজের লেখাপড়া করতে হবে। লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে। জনগণ টাকা দেয় ছাত্রগণকে মানুষ হবার জন্য। মানুষ হতে হবে।– আমরা যেন পশু নাই।"

"আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি শাসনতন্ত্রকে। কারণ সুষ্ঠু শাসন কায়েম করতে হবে। যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে। যেখানে মানুষ অনাচার-অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারে। চেষ্টা নতুন, আজ আমি বলতে চাই– This is our second revolution–second revolution আমাদের। revolution-এর অর্থ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো।"

"দেশকে রক্ষা করো। দেশকে বাঁচাও। মানুষকে বাঁচাও। মানুষের দুঃখ দূর করো। আর দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর চোরাকারবারীদের উৎখাত করো।"

"কেউ এ নামে বাংলাদেশকে ডাকে, ও নামে বাংলাদেশকে ডাকে, বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে লজ্জা বোধ করে, তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার।"

"বাংলার মানুষের মতো মানুষ কোথাও নাই।"

"বাঙালী জাতি যে প্রাণ, যে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল সে প্রাণ, সেই অনুপ্রেরণার মতবাদ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, দেশের দুঃখী মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য, তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য।"

"বহু দুঃখের দিন আপনাদের নিয়ে চালিয়েছি। সুখের মুখ আমরা দেখি নাই। এ ক্ষমতায় যে আমরা আছি, এই ক্ষমতা সুখ নয়। এ বড় কষ্ট, বড় কণ্টকাকীর্ণ এই ক্ষমতা, তবুও আমাদের আজ কাজ করতে হবে।"

"পাকিস্তান সব নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই চোর তারা নিয়ে গেলে বাঁচতমা। এই চোর রেখে গিয়েছে। কিছু দালাল গিয়েছে, চোর গেলে বেঁচে যেতাম।"

"আমার চোখের সামনে মানুষের মুখ ভাসে, আমার দেশের মানুষের রক্ত আমার চোখের সামনে ভাসে, আমারই মানুষের



আত্মা আমার চোখের সামনে সে সমস্ত শহীদ ভাইরা ভাসে যারা ফুলের মতো ঝরে গেল, শহীদ হলো। তাদের আত্মার কাছে, রোজ কিয়ামতে কী জবাব দিব?

"আমরা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করলাম তোমরা স্বাধীনতা নস্যাৎ করেছো, তোমরা রক্ষা করতে পার নাই।"

"আমি বিশ্বাস করি না ক্ষমতা বন্দুকের নলে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে।"

"জনগণ যেদিন বলবে, 'বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও' বঙ্গবন্ধু একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না।"

"বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে দুঃখী মানুষকে ভালবেসে। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষণহীন সমাজ কায়েম করার জন্য।"

"রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনীতিক স্বাধীনতা না আসে।"

"আপনারা দুঃখ পান, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, আপনাদের গায়ে কাপড় নাই, আপনাদের শিক্ষা দিতে পারছি না। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস খাদ্য।"

"আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয়, জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ বেশি ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সে জমিতে ডবল ফসল করতে পারব না।"

"একটা জাতি যখন ভিক্ষুক হয়, মানুষের কাছে হাত পাতে, আমারে খাবার দাও, আমারে টাকা দাও, সেই জাতির ইজ্জত থাকতে পারে না। আমি সেই ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না।"

"আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্ট পরা, কাপড় পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই– জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ঐ শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে।"

"এক নম্বর হল– দুর্নীতিবাজ খতম কর, দুই নম্বর হল– কারখানায় ক্ষেতে, খামারে প্রোডাকশন বাড়ান, তিন নম্বর হল– পপুলেশন প্লানিং, চার নম্বর হল– জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য একদল করা হয়েছে।"

"সরকারী কর্মচারীদের বলি, মনে রেখো এটা স্বাধীন দেশ। এটা ব্রিটিশের কলোনী নয়, পাকিস্তানের কলোনী নয়।"

"সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের।"

"আমরা বেচতে গেলে অল্প পয়সায় আমাদের বিক্রি করতে হয়। আর আমি যখন কিনে আনি– যারা বড় বড় দেশ তারা তাদের জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেয়।"

"প্যালেস্টাইনের আরব ভাইদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করে বাংলার মানুষ। আরব ভাইদের পিছনে তারা থাকবে প্যালেস্টাইন উদ্ধার করার জন্য।"

"আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আসার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এদিন থাকবে না।"



"ফেল করানোতে আপনাদের তেমন বাহাদুরী নাই, পাস করালেই বাহাদুরী আছে। আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। খালি ফেল করিয়ে বাহাদুরী নিবেন তা হয় না। তাদের মানুষ করুন।"

"আমি বুদ্ধিজীবীদের কিছু বলি না। তাদের শুধু সম্মান করি। শুধু এটুকুই বলি যে, বুদ্ধিটা জনগণের খেদমতে ব্যয় করুন।"

"আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক ভেঙ্গে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য কো-অপারেটিভে গিয়েছি।"

"আমি জাম্প করতে চাই না। আমি জাম্প করবার মানুষ নই।"

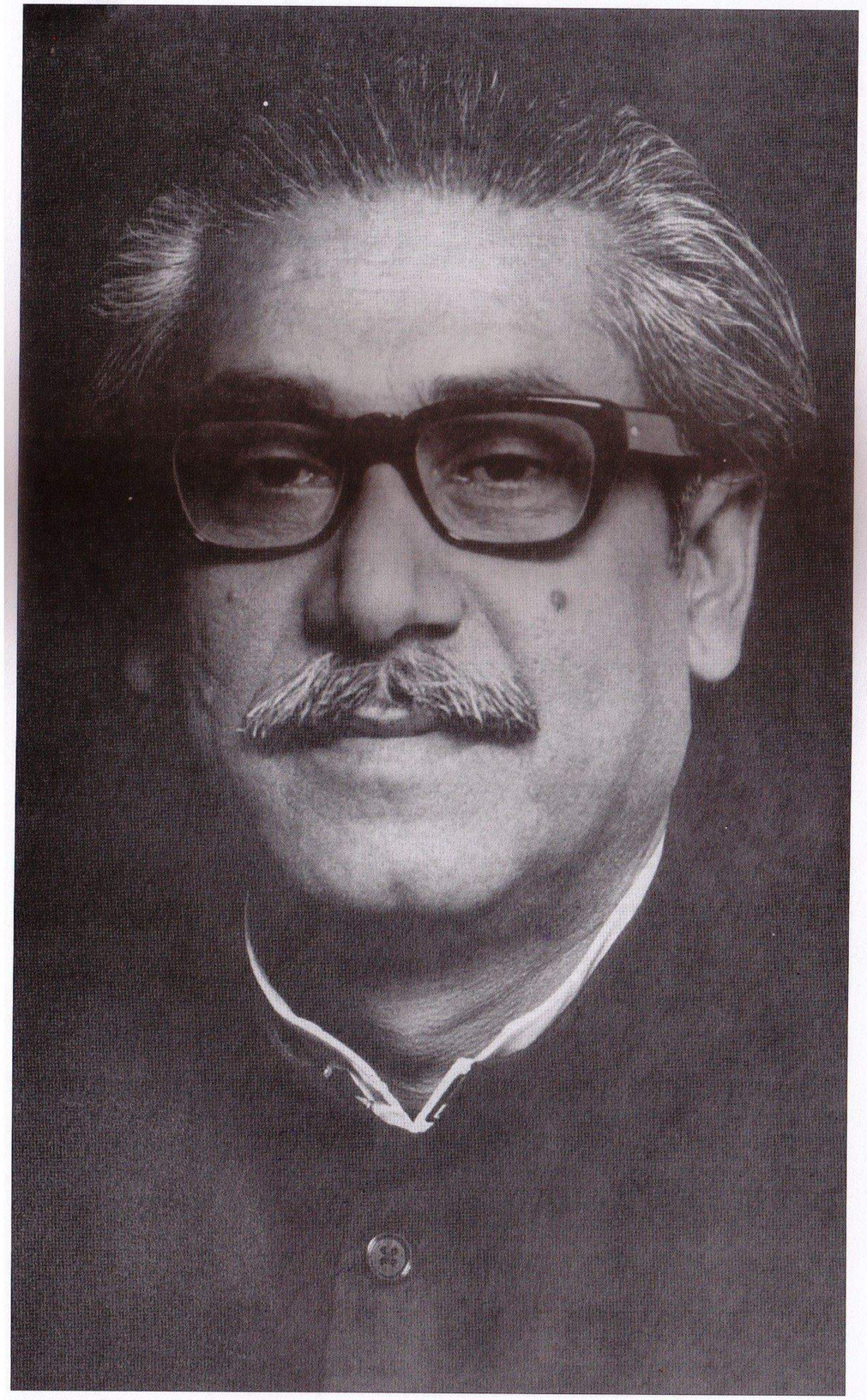
"আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সালে কিন্তু আমি ২৭ বছর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি। আমি জানি, এদের সঙ্গে মানুষ থাকতে পারে না।"

"আমি ইম্পেশেন্ট হই না। আমি অ্যাডেভেনচারিস্ট নাই। আমি খোদাকে হাজের-নাজের জেনে কাজ করি। চুপি চুপি, আস্তে আস্তে মুভ করি।"

"ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসতে হয় এবং সে ভালোবাসা সিনসিয়ারলি হওয়া দরকার। তার মধ্যে যেন কোন খুঁত না থাকে।"

"বাংলার মাটি থেকে দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। দুর্নীতি আমার বাংলার কৃষক করে না। দুর্নীতি আমার বাংলার শ্রমিক করে না। দুর্নীতি করে আমাদের শিক্ষিত সমাজ।"

"মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতে হয় না। একটা গরীব যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ্ সেটা কবুল করে নেন।"





"যিনি যেখানে রয়েছেন, তিনি সেখানে আপন কর্তব্য পালন করলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।"

"যে যে কাজই করুক না কেন সে কাজের জন্য তার সম্মান আছে। সে সমাজের প্রয়োজনে কাজ করে। তার নিজের পেটের তাগিদে যেমন কাজ করে, সমাজের প্রয়োজনেও সেটা করে।"

"আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমি জনগণকে ভালোবাসি, আমি জনগণকে ভয় পাই না। দরকার হলে আবার ভোটে যাবো।"

"নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা চাই।"

"আমার যুব ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা নির্ভর করবে। আপনাদের প্যান্টটা একটু হাফ প্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গী পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে যেয়ে এই কো-অপারেটিভকে সফল করার জন্য কাজ করতে হবে।"

"আমাদের স্বায়ংসম্পূর্ণ হয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে জাতি হিসেবে।"

"আমাদের আদর্শ হল বাংলাদেশকে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা, বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা, যেখানে অত্যাচার অবিচার জুলুম থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না। লেট আস অল ট্রাই ফর দ্যাট। আসুন, আমরা চেষ্টা করি সে সম্পর্কে সকলে মিলে।"

"আমরা এদেশের শাসক নই, আমরা দেশের সেবক— একথা মনে রাখতে হবে। জনগণের সেবার জন্যই আমরা নির্বাচিত হয়েছি এবং তাদের সেবাতেই আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।"

"নতুন কিছু করতে গেলে একটা আশংকা আসে। মানুষের মধ্যে দ্বিধা সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু গত বিশ-পঁচিশ বছর আমি দেখেছি, ইংরেজ আমলের সিস্টেম এদেশে চলতে পারে না।"

"জীবনভর আমি জেল খেটেছি, কয়েদীদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছি। আমি জানি তাদের কি দুঃখ, কি কষ্ট। বিচার হোক, জেল খাটুক। কিন্তু বিচার হয় না, হাজতে থাকে।"

"আমি রক্ত দিয়েই রক্তর ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।"

"ইডেন বিলডিংস বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাখতে চাই না। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, থানায়, ইউনিয়নে, জেলা পর্যায়ে এটা পৌঁছে দিতে চাই। যাতে জনগণ সরাসরি এসবের সুযোগ-সুবিধা পায়।"

"কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালী কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ।"

"আপনারা আমার কথা জীবনভর শুনেছেন। আজও শুনুন। দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে দেশের জন্য কাজ করুন।"

"বাঙালী বীরের জাতি। পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদের পদানত করতে পারবে না।"

"শৃঙ্খলা ছাড়া কোন জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না।"

"বহুকষ্টে অর্জিত এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের শেষ মানুষটিও প্রাণপণে সংগ্রাম করবে।"

"এই উপমহাদেশের স্বাধীনতার আগে থেকে বাঙালীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শুরু, তার সমাপ্তি এখনও ঘটেনি।"

"বাঙালী জাতিকে মুছে ফেলার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে।"



"বর্বর পাক-বাহিনী আমার দেশের মা-বোনদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে তা সভ্য সমাজের কল্পনাতীত। আমাদের সমাজে তাঁদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

"আমি অন্যায়ের কাছে কোনদিন মাথা নত করতে শিখিনি। জেল-জুলুম বা ফাঁসিকে কোনদিন ডরাইনি। মেশিনগানের সামনে বুক পেতে দেবার ক্ষমতা রাখি।"

"টাকার জন্য বিদেশের কাছে বাংলাদেশকে আমি মর্টগেজ দিতে পারব না। পারব না এদেশের গরীবের হাড্ডির উপর ট্যাক্স বসিয়ে টাকা এনে দিতে আপনাদেরকে।"

"যে কোন কিছুর বিনিময়েও আমি এদেশের মানুষকে দাসরূপে পরিণত করতে পারব না।"

"আমাদের অস্ত্রের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। এবার স্বাধীনতা সংগ্রামকে দেশ গড়ার সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে হবে।"

"আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এদেশের কৃষক-শ্রমিক হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে শান্তিতে থাকবে।"

"এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম প্রাণ দেবে।"

"যেখানে অন্যায় অবিচার শোষণ আছে, বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য সেখানেই আমি হাজির আছি।"

"ইনশাল্লাহ সোনার বাংলা একদিন হাসবে। ইনশাল্লাহ সোনার বাংলার মানুষ একদিন পেট ভরে ভাত খাবে। ইনশাল্লাহ বাংলার মানুষ আবার সুখী হবে।"

"আমাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি উৎসবের লগ্নে দাঁড়িয়ে, আসুন আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি, বিধ্বস্ত

মুক্ত বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী নয়, সাড়ে সাত কোটি মানুষ তার ফল ভোগ করবে। আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী ও উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

"বাঙালীরা স্বাধীনতা ভোগ করে নাই বহুকাল। স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে আগে জানতে হবে স্বাধীনতার মর্ম কি?"

"আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই আপনাদের হকটা আত্মসাৎ করিতে চাই না।"

"আমি বাংলার প্রত্যেক মানুষকে মনে করি আমার ভাই, মাকে মনে করি আমার মা, ছেলেকে মনে করি আমার ছেলে।"

"ভাইরা, আমি পেয়েছি আমার যা যা পাবার। আমার চেয়ে বেশি কোন দেশে কোন নেতা কোনদিন পাননি। সেটা হলো আপনাদের ভালোবাসা।"

"যে ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, আপনারা আমাকে দোয়া করুন আমি যেন সেই ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারি।"

"যে জাতি একবার জেগে উঠে, যে জাতি মুক্তি-পাগল, যে জাতি স্বাধীনতাকে ভালোবাসে সে জাতিকে বন্দুক-কামান দিয়েও দাবিয়ে রাখা যায় না।"

"আজ বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে এক নতুন যুগের সূচনা। এ যুগ পুনর্গঠনের, এযুগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের, এযুগ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার।"

"জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করতে দেয়া কোন প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্র বাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই



অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয়।"

"ত্যাগ এবং সাধনা ছাড়া দেশকে গড়া যাবে না। সবুর করতে হবে। সহ্য করতে হবে। কাজ করতে হবে।"

"আমরা গণতন্ত্র চাই, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা চাই না, কারো বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতেও চাই না।"

"ভাইয়েরা বোনেরা আমরা, আজকে যে সিস্টেম করেছি তার আগেও ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর কম ছিল না। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে, "বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও, বঙ্গবন্ধু একদিনও রাষ্ট্রপতি একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষনহীন সমাজ কায়েম করার জন্য।"

"রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি জিনিসের প্রয়োজন, তা হচ্ছে নেতৃত্ব, ম্যানিফেস্টো বা আদর্শ, নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সংগঠন।"

"আত্মসমালোচনা আত্মসংযম আত্মশুদ্ধি চাই।"

"সাত কোটি বাঙালীর ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারবো না।"

"বাংলাদেশে দালাল ছিল, রাজাকার ছিল। ইয়াহিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে ওরা আমার লোককে হত্যা করেছে। কিছু ধরেছি। কিছু ধরার চেষ্টায় আছি। আপনারা খবর দেবেন–তারে ধরা হবে।"

"আমাদের কিছু কিছু লোক ছিল তারা মন্ত্রী হলে খুশী হতেন, পার্লামেন্টের সদস্য হলে খুশী হতেন, সামান্য ব্যবসায়ী হলেও

খুশী হতেন। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষের কথা তাঁরা চিন্তা করতেন না।"

"রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি জিনিসের প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে–নেতৃত্ব, ম্যানিফেস্টো বা আদর্শ, নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সংগঠন।"

"বাংলাদেশের একদল শোষক যদি হাতে হাত না মিলাত তাহলে পঁচিশ বছর পাকিস্তানীরা বাংলাকে শোষণ করতে পারত না।"

"ঘুনে ধরা এই শাসনব্যবস্থাকে আমি ভেঙ্গে চুরমার করতে চাই। বর্তমান ঘুনে ধরা বিচার পদ্ধতিকে ভেঙ্গেচুরে জনগণ যাতে তাড়াতাড়ি বিচার পায়, সে রকম ব্যবস্থা আমি নতুন করে করতে চাই। আমার এই নতুন সিস্টেমই একটা বিপ্লব।"

"যেসব লোক পাকিস্তানি সৈন্যদের সমর্থন করেছে, আমাদের লোকদের হত্যা করতে সাহায্য করেছে তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।"

---

North * Bangladesi Library